ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 August 2019 ■ আগরতলা, ১৪ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৮ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার আমবাসায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল এনএলএফটি(এসডি) সুপ্রিমো সহ ৮৮ জন জঙ্গি।

অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ৮৮ জন এনএলএফটি জঙ্গির আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। সহিংসতার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি-র ৮৮ জন জঙ্গি। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মঙ্গলবার তারা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেন। এনএলএফটি নেতা সবির দেববর্মা, কাজল দেববর্মা, কর্ণ দেববর্মা, তপন কলই এবং সুমেন্দ্র দেববর্মা আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাদের স্বাগত জানান এবং সব রকমের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এদিন তাদের মধ্যে তিনজন মহিলা জঙ্গিও ছিলেন। ২০০০ সালে এনএলএফটি-তে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তারা। আজ ওই জঙ্গিরা পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশের ঘাঁটিতে পরিবার নিয়ে জীবনযাপন করতেন তারা। মহিলা ও শিশুসন্তান মিলিয়ে জঙ্গিদের ১২৫ জন পরিবারের সদস্যও আজ থেকে নতুনভাবে জীবন গড়ে

তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

এনএলএফটি (এসডি) গোষ্ঠী ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের সাথে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষরের সাথেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, জঙ্গিরা আত্মসর্পণ করবেন। কারণ, তারাও আত্মসমর্পণের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক আজ ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমায় চন্দ্রাইপাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন এনএলএফটি-র ৮৮ জন জঙ্গি। সাথে তারা প্রচুর অস্ত্রও জমা দিয়েছেন। আজ তারা একে ৪৭ রাইফেল ৩-টি, ৭.৬২ এসএলআর ৬-টি, চাইনিজ রাইফেল ৪-টি, কার্বাইন ৩-টি, ওজি ১-টি, দুই ইঞ্চি মর্টার ১-টি, ৪০ এমএম ১-টি, পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ১৯টি, ইউএস কার্বাইন ১-টি, এম-২০ পিস্তল ৪-টি, সিঙ্গল বোর গান ১-টি, ৯ এমএম কার্তুজ ৫৮৬টি, এম-২০ কার্তুজ ৪-টি, থ্রি-নট-থ্রি কার্তুজ ৯৯১টি, একে ৪৭ কার্তুজ ২৯৫টি জমা দিয়েছেন। এছাড়াও টাইম ডিভাইস ১৬টি, টাইম পেনসিল ২৩টি, ওয়ারলেস সেট ৯-টি, বোতল গ্রেনেড ১৩টি, চাইনিজ গ্রেনেড ১-টি, গ্যাস গ্রেনেড ১-টি, একে ম্যাগাজিন ৬-টি, এসএলআরভি ম্যাগাজিন ১৪টি, প্রেসার স্যুইচ ১৮টি, ৪০ এমএম সেল ১-টি, টুইন সেল ১-টি, হ্যান্ড গ্রেনেড ১-টি, এম-২০ ম্যাগাজিন ৪-টি, ইউএস কার্বাইন ম্যাগাজিন ১-টি, শজি ম্যাগাজিন ২-টি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের প্রতি আস্থা নিয়েই আত্মসমর্পণ বললেন জঙ্গি নেতা কাজল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাতে নিরাশ হবেন না বলে আশা প্রকাশ করেন জঙ্গি নেতা কাজল দেববর্মা। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় বসার পর তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে আসার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

চুক্তি মেনে আজ এনএলএফটির ৮৮ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছেন। তাদের আর্থিক সহায়তা সহ খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করবে ত্রিপুরা সরকার। এদিন কাজল দেববর্মা বলেন, সরকার তাদের পরিবারসহ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষনা দিয়েছে। তার কথায়, হিংসার পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার আবেদন জানিয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে শান্তি আলোচনা চলছে। অবশেষে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সাক্ষর হয়। তিনি বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই জঙ্গি জীবন ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি।

তার কথায়, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাদের প্রধান ক্যাম্প রয়েছে। এছাড়াও ছোট ছোট কিছু ক্যাম্প আছে। ওই ক্যাম্পগুলিতে জঙ্গি সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেন। তার দাবি, এখনো কিছু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস বর্জনের ডাক আলফা (স্বা) সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী যৌথমঞ্চের

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট।। আসন্ন স্বাধীনতা দিবস বর্জন করতে, এই দিন ১২ ঘণ্টার বনধ-এর ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা)-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ কোর-কমিটি বা কোরকম। এর মাধ্যমে আরএসএস-বিজেপির ‘এক দেশ, এক ধর্ম ও এক ভাষা’ নীতির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামেরও ডাক দিয়েছে উগ্রপন্থীদের যৌথমঞ্চ।

সংবাদ মাধ্যমে এক বিবৃতি পাঠিয়ে অসমের আলফা (স্বাধীন), মেঘালয়ের জিএনএলএ, মণিপুরের ইউজিএনএ, কেওয়াইকেএল, ইউএনএলএফ, আরপিএফ, পিআরইপিএকে (প্রিপাক), পিআরইপিএকে-প্র (প্রিপাক-প্র) এবং কেসিপি-র যৌথমঞ্চ আসন্ন ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবস বর্জন করে এদিন ১২ ঘণ্টার বনধ পালনের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। তবে বনধ-এর আওতা থেকে জরুরি পরিষেবা যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খাদ্য, সংবাদ মাধ্যম, বন্যাত্রাণ সামগ্রী পরিবাহী যান, চিকিৎসা পরিষেবা, পানীয় জল সরবরাহ, অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে আলফা স্বাধীন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামী জনগণকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কোনও মানে নেই। তারা মনে করে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখনও স্বাধীন হয়নি। ভারত এই অঞ্চলকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। ঔপনিবেশকারী ভারত সরকারের দখল থেকে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মুক্ত করতে তারা আমৃত্যু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মলয়নগরে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার মহিলা, গণধর্ষণের পর হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। শ্রীনগর থানাধীন মলয়নগর এলাকা থেকে রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক মহিলাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মহিলার নাম পদ্মা চক্রবর্তী। বাড়ি সেকেরকোর্টের পশ্চিম পাড়ায়। দুই যুবক বটতলা থেকে মলয়নগর এলাকায় নিয়ে গণধর্ষণ শেষে হত্যার চেষ্টা করে মহিলাকে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে চম্পট দেয় তারা। মলয়নগরে এক মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে সোমবার রাতে তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায় শ্রীনগর থানার পুলিশ। তার গলায় এবং শরীরে অন্যান্য জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে ওই মহিলা জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন। মহিলার ভাই অজয় ভট্টাচার্য জানান, প্রায় ১২-১৩ বছর আগে তার বোনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে। তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা চলেছে। মায়ের কাছেই থাকত পদ্মা চক্রবর্তী নামে ওই মহিলা।

বোনের এহেন পরিণতিতে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভাই অজয় ভট্টাচার্য। তিনি জানান, কোন খারাপ কাজের উদ্দেশ্যেই ওই দুই যুবকের সঙ্গে অটো করে গিয়েছিল। তবে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। মহিলার ভাই আরও অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় তার স্বামীর হাত রয়েছে কিনা তানিয়েও সন্দেহ রয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে জানতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল অসম-ত্রিপুরা আট নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পোয়ামারা-চোরাইবাড়ি অংশ সংস্কারে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিক নয়। খেদের সঙ্গে বলেছেন পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

স্বদলীয় সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের খেদোক্তি শুনে অনেকে বিস্মিত হলেও নিজের নির্বাচন এলাকার এই জাতীয় সড়ক নিয়ে ঘরে বাইরে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে দেখে এ ধরনের অভিযোগ তুলতেই হচ্ছে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুকে। আর এ-জন্য তিনি আমলাদেরও জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

বিধায়ক পালের ভাষায়, মানুষ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকারকে বসিয়েছিলেন। কারণ নিজের নিজের এলাকার বিকাশ হবে ভেবে। এভাবে গোটা দেশের সাথে করিমগঞ্জ জেলারও সার্বিক উন্নয়ন চেয়েছিলেন এখানকার জনতা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত সময় নিক ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট।। এক রাতেই কাশ্মীরের সব ঠিক হয়ে যাবে না। এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়। কাশ্মীরের কার্ফু এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের বিরুদ্ধে একটি মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত সময় নিক।

জম্মু-কাশ্মীরে কার্ফু, ১৪৪ ধারা, ইন্টেরনেট-ফোন পরিষেবা বন্ধ-সহ কেন্দ্রের একাধিক পদক্ষেপ দ্রুত তুলে নিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সমাজকর্মী তেহসিন পুনাওয়ালা। তবে, এই মামলার দ্রুত রায় দিতে রাজি হয়নি বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ। ওই বেঞ্চ জানায়, “আমরাও চাই শান্তি ফিরে আসুক। কিন্তু রাতারাতি সম্ভব নয়। এখনও কেউ জানে না ওখানে কী চলছে? সরকারের উপর আস্থা রাখতে হবে। এটি স্পর্শকাতর বিষয়।”

গত ৪ অগস্ট থেকে বেনজির নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা জম্মু ও কাশ্মীরকে। ৫ অগস্ট প্রথমে মন্ত্রিসভার বৈঠক তারপর রাজ্যসভায় বিল পেশ করে কেন্দ্র। ৩৭০ ধারা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উঠে যায় বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে দেয় নরেন্দ্র মোদী সরকার। ৬ অগস্ট লোকসভায় বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

ওই সময় থেকেই গোটা উপত্যাকায় জারি করা হয়েছে কার্ফু। বিস্তীর্ণ অংশে বন্ধ ফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা। সেনাবাহিনীর জওয়ানরাও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। এ সব তুলে নেওয়ার আর্জি নিয়েই পিটিশন দাখিল হয় সুপ্রিম কোর্টে। সেই শুনানিতেই এ দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ নিগমে হামলার দায়ে গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। বিদ্যুৎ নিগম অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় রাজধানীতে চার যুবককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পশ্চিম থানায় মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যুব কংগ্রেস। অবিলম্বে ধৃতদের নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। টানা কয়েক ঘণ্টা পশ্চিম থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ সংগঠিত করার পর আটক চারজনকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপরই থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় যুব কংগ্রেস।

যুব কংগ্রেসের সদর জেলা সভাপতি শান্তনু সাহা জানান, গোটা রাজ্যে তীব্র বিদ্যুৎ সঙ্কট চলেছে। গত ১১ আগস্ট আগরতলা শহর এলাকায় মারাত্মক বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। তাতে শহর এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ বিদ্যুৎ নিগমের অফিসগুলিতে রাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তখনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ চারজন আন্দোলনকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় বলে অভিযোগ যুব কংগ্রেসের। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদেই যুব কংগ্রেস মঙ্গলবার পশ্চিম থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবশেষে আন্দোলনের জেরে আটক চার যুবককে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপরই এনএসইউ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

আগরতলায় দুটি রুটে ১৬টি সিটি বাসের পরিষেবার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ১৩ আগস্ট থেকে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চালু হলো সিটি বাস সার্ভিস। প্রথম পর্যায়ে দুটি রুটে সিটি বাস চালু হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই আরও ৬টি রুটে সিটি বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরস্থিত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিটি বাস সার্ভিসের সূচনা করেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় সিটি বাস সার্ভিস চালু করার দাবি দীর্ঘদিনের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিটি বাস সার্ভিস চালু করল। তাতে জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার সকল বাস্তবায়ন হল। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিটি বাস সার্ভিসের সূচনা করেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্যরা। সিটি বাস উদ্বোধন করে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আগরতলা শহর এলাকার ৬টি রুটে সিটি বাস চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ আগস্ট থেকে ১নং রুট ও ৩নং রুটে সিটি বাস চলাচল শুরু হলো। ১নং রুটে বটতলা থেকে রানিরবাজার এবং তিন নং রুটে সূর্যমণিনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মহিলা কলেজ ভায়া জিবি পর্যন্ত ১৬টি বাস চলাচল করবে।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সিটি বাসগুলো চলাচল করবে। ন্যূনতম ভাড়া হবে ৭টাকা। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, আরও ৪টি রুটে অর্থাৎ মোট ৬টি রুটে সিটি বাস চলাচল করবে। তিনি বলেন, রাত্রিকালীন পরিষেবা পাবার ক্ষেত্রে শহর এলাকার মানুষ নানা অসুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। সে কারণেই রাজ্য সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা বিজেপির, ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীদের নামধাম চূড়ান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

গত ২৭শে জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোট গণনা করা হয় ৩১শে জুলাই। ৫৯১টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৮২টি গ্রামপঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে বিজেপি। ৯টি গ্রামপঞ্চায়েত গেছে বিরোধীদের দখলে। ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪১৯টি আসনের মধ্যে ৪১১টি আসন পেয়েছে বিজেপি। ৮টি আসন পেয়েছে বিরোধীরা। ৮টি জেলাপরিষদের ১১৬টি আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন পেয়েছে বিজেপি। ২টি আসন পেয়েছে বিরোধীরা। ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির সবক’টি বিজেপি দখলে এসেছে। ৮টি জেলা পরিষদও বিজেপির দখলে রয়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত এলাকার জনগন বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত প্রশাসন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকার। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে পদাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়, শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী সহ স্বচ্ছ ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষন থাকলেও বিজেপি ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মহিলাদের প্রাধান্য দিয়েছে।

এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘুদেরকেও সংরক্ষণ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। রতনলাল নাথ জানান, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতি ৮টি জেলা পরিষদ এবং ৫৮২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারিদের নাম দলের তরফ থেকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। দলের নেতৃত্ব গত তিনদিন ধরে আলোচনা পর্যালোচনা করে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দলীয় সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব পদাধিকারিদের নামের তালিকায় ইতিমধ্যেই সীলমোহর দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ৮টি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিদের নাম ঘোষণা করেন রতনলাল নাথ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে কাকলী দাস দত্ত, সহ সভাধিপতি পদে বিভিষণ দাস, গোমতী জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে স্বপন অধিকারী, সহ সভাধিপতি পদে দেবল দেবরায়, খোয়াই জেলার জেলা পরিষদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিল পাঠাচ্ছে না টিএনজিসিএল ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। টিএনজিসিএলের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপে ভোক্তাদের মদ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মাসের পর মাস ভোক্তাদের কাছে বিল পাঠাচ্ছে না টিএনজিসিএল। অথচ একতরফাভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে মর্জিমাফিক ভুঁয়ো বিল ভোক্তাদের মোবাইলে ম্যাসেজ করে পাঠিয়ে আগস্ট মাসে ১৬ তারিখের মধ্যে মিটিয়ে নিতে নির্দেশ জারী করেছে। অন্যথায়, এক হাজার টাকা জরিমানা মিটিয়ে দিয়ে পুনরায় গ্যাস ব্যবহার করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকার বহু মানুষ পাইপ লাইনের মাদ্যমে রান্নার গ্যাস ব্যবহার

করছেন। তাতে ঝামেলা অনেকটাই কম। কিন্তু টিএনজিসিএল সাম্প্রতিককালে একতরফাভাবে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে ভোক্তা সাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মাসের পর মাস বিল না পাঠানোয় অনেক ভোক্তাই বিলের টাকা জমা দিতে পারেননি। সম্প্রতি টিএনজিসিএল ভোক্তাদের মোবাইল ফোনে মর্জিমাফিক বিল পাঠিয়ে ১৬ আগস্টের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিলের টাকা মিটিয়ে দিতে না পারলে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে বলে নির্দেশ জারী করা হয়েছে। তাতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বয়স্ক নাগরিকদের একটা বড় অংশ মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিলের টাকা জমা দিতে টিএনজিসিএল অফিসের সামনে ভীড় করেছেন। তীব্র গরমে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের অনেকেই অসুস্থতা বোধ করছেন। ওইসব নাগরিকদের অভিমত টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ মর্জিমাফিক কাজ করে চলেছে। তাতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তারা। টিএনজিসিএলের এহেন কাজকর্ম বন্ধ করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় ভোক্তারা আন্দোলনে শামিল হতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩০৪ ◘ ১৪ আগস্ট ২০১৯ ইং ◘ ২৮ শ্রাবণ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বাভাবিক জীবনে ফেরা

উন্নয়নের অন্যতম মূল শর্ত হইল শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ। ইহা বিঘ্নিত হইলেই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ থমকাইয়া পরিতে বাধ্য হয়। একটানা প্রায় তিন দশক রক্তস্নাত হইয়া উঠিয়াছিল পার্বত্য ঘেরা রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই হিংসার দাবানল গর্জিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিনই অপহরণ, খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানির ঘটনা রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার পিছনে রাজনৈতিক মদত রহিয়াছিল। সেই কারণেই উন্নয়ন বিঘ্নকারী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের দমন করিবার জন্য কঠোর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে রাজ্যের জনজাতিরা। পাহাড়ি এলাকার স্কুল, অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবকিছুই মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি কল্যাণে অর্থ মঞ্জর করিলেও সেই অর্থের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছিল না। অবশেষে জনজাতিরা যখন তাহাদের সর্বনাশ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল তখনই দলে দলে সন্ত্রাসের পথ ছাড়িয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং শান্তিকামী জনগণের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের কঠোর মনোভাব ও কাঁটাতারের বেড়া সন্ত্রাসীদের কোণঠাসা করিতে বড় ভূমিকা পালন করিয়াছিল। তাহার পরও একটি অংশ সন্ত্রাসী পথ পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও বর্তমান সময় পর্যন্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাইয়া যাইবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিও ঐক্যবদ্ধ ভাবে সন্ত্রাস চালাইবার নিরন্তর প্রয়াস জারি রাখিয়াছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে তাহাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবশিত হইতেছে। মঙ্গলবার ধলাই জেলার আমবাসায় একটি বড় সংখ্যায় বিপথগামী উপজাতি যুবক অস্ত্রশস্ত্র সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাইয়াছে রাজ্য সরকার। তবে, এই আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ার নেপথ্যে অন্যকোন রহস্য আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে কিনা তাহা নিয়া অবশ্য বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু হইয়াছে। কেননা, এডিসি নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া এই ধরনের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া নতুন কোন পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটনাইতে পারে। অবশ্য, প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, শান্তির কোন বিকল্প নাই। শান্তিই উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি। সেই দিক থেকে বিচার করিলে বিপথগামীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিলে উন্নয়নের পথ আরও কন্টকমুক্ত হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা বিপথগামী যুবকরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টতই বার্তা দিয়াছেন একমাত্র শান্তির পরিবেশ বজায় রাখিতে পারিলেই জনজাতিদের কল্যাণ সাধিত হইবে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার হাতে হাত ধরিয়া জনজাতিদের কল্যাণ আত্মনিয়োগ করিবে বলিয়াও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসাদের আশ্বস্থ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে আগাইয়া আসিবার আহ্বানও জানাইয়াছেন। অস্ত্র ছাড়িয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিয়া জনপ্রতিনিধি হিসাবে ইতিপূর্বেও সংসদীয় গণতন্ত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অনেকেই। এযাত্রাও এডিসি নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া এই ধরনের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া অতীতের পথ প্রদর্শক হইবে কিনা সেই প্রশ্নও নানা মহলে প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। যাই হোক, রাজ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও অখন্ডতার পরিবেশ বজায় থাকবে সেটাই প্রত্যাশা রাজ্যবাসীর।

এবার ভারতে এক দেশ এক আইন করা হোক

রঞ্জিত বিশ্বাস

এ যেন হঠাৎ কেউ কোমা থেকে জেগে উঠলো তো কেউ আবার কোমায় চলে গেল অবস্থা। মানে, সম্প্রতি ভারত সরকার এক দীর্ঘ জটিল সমস্যা কেটে বাদ দিলেন। অর্থাৎ, একটি দেশের মধ্যে যে এক বৈষম্যমূলক বিশেষ সুবিধার আলাদা আইন ছিল সেই ৩৭০ ধারা ও ৩৫ 'এ' ধারা বাতিল হলো কাশ্মীর থেকে। আর সাথে সাথে 'জন্মু-কাশ্মীর' ও 'লাদাখ' নামে দুটো নোতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হলো। যা নিয়ে ইতিমধ্যে ভারতের ভিতরে ও সারা বিশ্বে এক রাজনৈতিক উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে। কেউএই ধারা বাতিল হওয়ার ফলে আনন্দ উৎসব করছে তো কেউ এর বিরোধিতা করে সংসদ ভবন ও রাজপথ গরম করে তুলছে। আর ভারতের যেসব বহিঃশত্রুরা রয়েছে এরা এর সুযোগ নিয়ে ভারতকে দুর্বল করে ভূখণ্ড দখল করতে উঠে পড়ে লেগে আছে। তাই ভারত এখন আভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাষ্ট্রের চাপে পড়ে আছে। সাধরণ ভারতবাসী বুঝতে পারছে না যে ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার ফলে আসলেই কি ভারতের মঙ্গল হলো কি হলো না (?) যা নিয়ে ভারত থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের তাবড় তাবড় চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও আপামর জনগণ মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, পত্র-পত্রিকা ও রাজপথে তাদের মতামত ব্যক্ত করছেন। আর এর মাঝে আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা খুব ধর্মসংকটর মধ্যে পড়ে আছি। আর তার সমাধানের জন্যেই এই প্রবন্ধের ধারা জারি করা হলো। হ্যাঁ, এটাতো ১০০ ভাগ সত্য যে, কোনো একটা দেশে দুটো সংবিধান, দু'জন প্রধান ও আলাদা আলাদা আইন—এই যে বৈষম্য তার থাকাটা কখনোই কোন দেশের পক্ষে হিতকর নয়। তাই ভারত রাষ্ট্রেরমধ্যে ভারতের মাথা কাশ্মীর আলাদা বিশেষ আইন তাকাটা কোন যুক্তিতেই কাম্য নয়। মানে বিশেষ ধারা ৩৭০-এ সুযোগ নিয়ে কাশ্মীরের জনগণ ভারতের যে কোনো রাজ্যে গিয়ে জমি কেনা-বেচা, থাকা, চাকরি করতে পারবে কিন্তু কোনো ভারতীয় বাঙালি বা তামিল কাশ্মীরে গিয়ে এসব কিছুই করতে পারবে না। তাই এক দেশের মধ্যে এমন আলাদা বিশেষ সুবিধা বা আইন থাকতেই পারে না। মোদ্দা কথা, কশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করা অনেক আগেই খুব জরুরি ছিল। আর সেটা করাই ভারত রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল। এখানে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আসতেই পারে যে, এখন কি তাহলে কাশ্মীর থেকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে যাবে বা সেখানে কি শান্তি ফিরে এসে গেছে?—এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সময়ই বলে দেবে। এবারে এক গভীর অন্ধকারে আলো ফেলে সবার দৃষ্টি শক্তি খুলে দেওয়া যাক। মানে, বর্তমানে ভারত সরকার ও সর্বাধিক ভারতীয়দের একটাই মত ও লক্ষ্য যে, আলাদা নয় 'এক দেশ এক আইন' চাই। তো এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-'এ' ধারা বাতিল করার ফলেই কি বর্তমান ভারত এক দেশএক হয়ে গেল? এর নির্ভেজাল এক কথায় উত্তর হলো একেবারেই না। আসলে শুধুমাত্র কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করার ফলেই এক দেশ এক আইন হয়ে গেল বলা চলে না। কারণ শুধু ৩৭০ ধারা ৩৭১-এর এ থেকে আই পর্যন্ত যে সব ধারা-উপধারা এখনো বলবৎ রয়েছে সেগুলো বাতিল না করা পর্যন্ত কখনো ভারতে 'এক দেশ এক আইন' হয়েছে বলাটা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার শামিল হবে। ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার পর ৩৭১ ধারা মূলে যেসব রাজ্য এখনো আলাদা ভাবে বিশেষ বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে সেগুলো হলো —

১) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ধারা ৩৭১, ২) নাগাল্যান্ড ধারা ৩৭১-এ, (৩) অসম—ধারা ৩৭১-বি, (৪) মনিপুর ধারা ৩৭১-সি, (৫) অন্ধ্রপ্রদেশ-ধারা ৩৭-ডি, (৬) সিকিম-ধারা ৩৭১-এফ, (৭) মিজেরাম-ধাবা ৩৭১-জি (৮) অরুণাচলপ্রদেশ-ধারা ৩৭১-এইচ (৯) গোয়া-ধারা ৩৭১-আই ইত্যাদি। অর্থাৎ এই যে ৩৭১ ধারা সেটাও অবিলম্বে বাতিল করতে হবে যদি সত্যিকার অর্থে 'এক দেশে এক আইন' করতে হয়। আর যদি এগুলোকে বলবৎ রেখেই কাশ্মীরকে দেখিয়ে বলা হয় এক দেশ এক হয়ে গেছে সেটা ভারতেরজনগণকে বোকা বানানোর ফন্দি ছাড়া বা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কারণ আমরা সবাই দেখছি যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার সাথে সাথেই ও আলাদা দুটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করার সাতে সাথেই ৩৭১ ধারা মূলে বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দার্জিলিং কেটে গোর্খাল্যান্ড, ত্রিপুরার অংশ কেটে তিপ্রাল্যান্ড ও অসমের মধ্যে যেসব বাঙালার অঞ্চল রয়েছে সেগুলো কেটে বড়োল্যান্ড গঠন করার দাবি সংসদে যেমন উঠেছে তেমনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মুখ থেকেও স্পষ্ট ফুটে উঠছে। মোদ্দা কথা ৩৭১ ধারা মূলে আবার বাঙলি অঞ্চলকে কেটে আলাদা করার জোর দাবী উসকে দেওয়া হচ্ছে। তারা এখন দাবি তুলছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের মতো তাদেরকেও বাঙলার অঞ্চলকে কেটে আলাদা স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড, তিপ্রাল্যান্ড বড়োল্যান্ড ইত্যাদি আলাদা কেন্দ্রশাসিত হোক বা পৃথক রাজ্য হোক আলাদা ভূমি তাদের চাই (!?) এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, তারা চাইলেই কি পৃথক রাজ্য হয়ে যাবে? উত্তর হল—এর কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ, এই গোর্খাল্যান্ড তিপ্রাল্যান্ড বড়োল্যান্ড ইত্যাদির প্রতি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন সমর্থন রয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল বর্তমান বিজেপি দলেরও। এই যে অসাংবিধানিক জিটিএ চুক্তি যা এখনও বলবৎ এর সুবিধা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দার্জিলিং কেটে আলাদ গঠন করার দাবি বারবার উসকে দেওয়া হচ্ছে। যেমনটা সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ গঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিজেপি নেতা তথা সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন---"পশ্চিমবঙ্গের অংশ হয়ে থাকার চেয়ে গোর্খাল্যান্ড কেন পৃথক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে পারে না সেই যুক্তি বুঝতে পারছি না।" এর সহজ মানেটা কি হয় আপনারাই বুঝে নিন। আসলে এই যে জিটিএ সেটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি ও অসাংবিধানিক ঠিক তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যে টিটিএডিসি---যা প্রাক্তন সিপিএম সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতায় গঠন করেছিল তাকে কেন্দ্র করে বহু বাঙালি হত্যা ও ভিটেমাটি হারা করা হয়েছিল যার বিচার আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদে।— সেটার ওপর ভর করেই আজ আবার পৃথক তিপ্রাল্যান্ড গঠন করার দাবি উসকানো হচ্ছে। যার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে রয়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। তাই ৩৭০ ধারা বাতিল হলেও ৩৭১ ধারা সহ জিটিএ ও টিটিএডিসি-এর মতো সবকটি অসাংবিধানিক চুক্তিগুলো যথক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকছে বা বাতিল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভারতের বাঙালির ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বাঙালির এখন চিন্তা আবার বাংলা ভাগ হচ্ছে তো? বা এর কোন গোপন নীল নকশা তৈরি করা হচ্ছে না তো? তাই বাঙালির এই যে সংগত চিন্তা তার থেকে মুক্তি দিতে অবিলম্বে ৩৭১ ধারা সহ এই জিটিএ, টিটিএডিসি সহ সকল চুক্তি বাতিল করা হোক আর সত্যিকার অর্থে বাঙালার অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সিপিএম, কংগ্রেস তৃণমূল ও বিজেপি দলের সাংসদরা বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে তাহলে এই বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট মতামত লিখিতভাবে বাঙালার জনগণকে জানিয়ে আশ্বস্ত করুক। পাশাপাশি যেসব আকাশ কুসুম কল্পনা দেখা অতি উৎসাহী বাঙালিরা আছেন তাদের বলতে হয় এখন কাশ্মীরে জমি কেনার জন্য নয় আগে নিজের জমি রক্ষা করুন যা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। মোদ্দা কথা, ভারতের ভিতরে কোনো রাজ্যে বা কোন জনগোষ্ঠীকেই আলাদা বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত নয়। সেটা ধর্মমত ও ভাষার ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত। কেননা বহু ধর্মমত ও বহুভাষিক এই ভারতের কোন নির্দিষ্ট একটি ভাষাকে বিশেষ অধিকার দেওয়া বা কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্মমতকে বিশেষ অধিকার দেওয়া একেবারেই অনুচিত। নাহলে এক্ষেত্রেও ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্নেরমুখে পড়বে। তাই সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে আলাদা বিশেষ সুবিধা এসব বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা থেকে সরকারকে দূরে থাকতে হবে। আর যদি কোন ধরনের ভোট পলিসি বা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা বাদ দিয়ে সত্যিকার অর্থে কোনো ভারত সরকার ভারতের সকল বৈষম্য ও আলাদা আলাদা বিশেষ সুবিধাগুলো বাদ দিতে গিয়ে কোনো ধরনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাষ্ট্রে বাঁধার সম্মুখীন হয় তাহলে সেগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা আপামর ভারতবাসীর একমত ও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। কারণ, আমরা ভারতের সকলজাতির ষোল আনা আপন আপন অধিকারও বিকাশের দ্বারা ভারতকে অখণ্ড রাখতে ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু কোন দল বা কারোর কাছ থেকেই যেন ভারতবাসী বারবার বিশ্বাসঘাতকতার বাল না হয় সেদিকে ভারত সরকারকে ও সবাইকে সজাগ দৃষ্ট রাখতে হবে। আর বাকী কথা, সত্যতা ও বাস্তবতা সময়ই বলেদেবে। জয় অখণ্ড ভারত।

দুর্গাপুরে রাতের অন্ধকারে গাড়ি ও বাইকে অগ্নিকান্ডে পুলিশের জালে ধৃত ২

দুর্গাপুর, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : শিল্পশহরে রাতের অন্ধকারে বাড়ির গ্যারেজে থাকা গাড়িতে অগ্নিকান্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ২ বমাল। ধৃতদের নাম গৌরাঙ্গ পাল ও তারক কর্মকার। দুজনের বাড়িই দুর্গাপুরে। মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।

প্রসঙ্গত, গত একবছর ধরে দুর্গাপুর শহরজুড়ে রাতের অন্ধকার রহস্যজনক যানবাহন অগ্নিকান্ডে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত কয়েকমাসে দুর্গাপুরের তিনটি থানা এলাকায় কমপক্ষে ১৬টি গাড়ি পুড়েছে। বাড়ীর গ্যারেজে রাখা মোটরসাইকেল গাড়ীতে মধ্যরাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। ঘটনায় বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশ। এবং তদন্তে নামে পুলিশ। রাতের অন্ধকারে শুরু হয় পুলিশি অভিযান। তাতেই গৌরাঙ্গ পাল ও তারক কর্মকার ধরা পড়ে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' ধৃত দুজনে আগে আরজি পার্টিতে ছিল। রাত্রে পাহারা দিত। জেরায় তারা কয়েকটি ঘটনা স্বিকার করেছে। পুলিশ, প্রশাসন ও সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত ও হয়রানি করায় উদ্দেশ্য বলে প্রাথমিক অনুমান। আর কোন উদ্দেশ্য রয়েছে কি না তা তদন্ত চলছে। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। আদালতে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

দিল্লিগামী বিমানে মুকুলের সাথে প্রসেনজিৎ-র সাক্ষাৎ-এর সাক্ষী মিমি

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.):বেশ কিছু দিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নাকি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। আর সেই কারণেই নাকি বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গে দিল্লির বিমানে চাপেন অভিনেতা ঊ কিন্তু,এই ঘটনার বিশ্লেষন সম্পূর্ন ভুল হঠাৎই দিল্লিগামী বিমানে অভিনেতার সাথে দেখা হয় বিজেপি নেতার ঊ কারণ সেই একই বিমানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীও। ঘটনার সপূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিলেন তারকা সাংসদ মিমিঊ ঘটনার বিবরণ দিয়ে মিমি বলেন, 'ওই বিমানে আমিও ছিলাম আমার ম্যানেজারও ছিলেন। গোটা ঘটনাটা চাক্ষুষ করেছি। আর ৫ জনের মতোই বুম্বাদা কথা বলেছিলেন মুকুল রায়ের সঙ্গে। এমনকী, আমিও নিজে গিয়েমুকুল রায়ের সঙ্গে কথা বলি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। কারণ গুরুজনদের থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার এই রীতি মা-বাবার থেকেই শেখা। কিন্তু বুম্বাদাকে নিয়ে যেই জল্পনা, তা ঠিক নয়। আজকাল সবকিছুকেই রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে দেওয়া একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি! সিনেমার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। আমি অবশ্যই একজন সাংসদ। কিন্তু যখন আমি অভিনেত্রী তখন শুধুমাত্রই একজন শিল্পী। যার সঙ্গে রাজনীতির রঙের কোনও মিল নেই'

বয়স্ক মানুষদের রহস্যজনক খুনের জট খুলতে হাজির ইন্দ্রদীপ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.):খবরের শিরোনামে বারবারই উঠে আসে বয়স্ক মানুষদের রহস্যজনক খুনের কাহিনীঊবর্তমানে শহরতলিতে যেন অতিরিক্ত বেড়ে গেছে বয়স্ক মানুষদের রহস্যজনক খুনের চিত্রটাঊআর সেই কারণেই জনগনকে সজাগ করতে এবার বয়স্ক মানুষদের রহস্যজনক খুনের কিনারা করতে পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত হাজির হলেন তার নতুন ছবি 'আগন্তুক' নিয়েঊ

ছবির গল্প প্রৌঢ়া এক মহিলাকে নিয়ে। হঠাৎ একদিন সকালে নিজের ফ্ল্যাটে যাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গল্পের শুরু এখান থেকেই। এটা কি খুন না আকস্মিক দুর্ঘটনা? গল্প এগনোর সঙ্গে সঙ্গেই খুলবে সেই রহস্যের জট। ছবির মূল চরিত্রে দেখা যাবে আবীর চট্টোপাধ্যায় ও সোহিনী সরকারকে ঊ ছবিতে অভিনেত্রী ছয়ের পাতায় দেখুন

দলে ভাঙ্গন রুখতে ঘুরে দাঁড়াতে সোনিয়াকেই কি ভরসা করছে কংগ্রেস

অপূর্ব দাস

প্রাচীন বটগাছের মতো একটি দল ,১৩৪ বছরের দীর্ঘ সময়ে মাটির গভীরে শিকড়বাকড় ছড়িয়েছে বিস্তর। কিন্তু মোদি নামের ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে সেই মহীরুহ কাত হয়ে পড়েছে মাস দুই আগে। ভূমিশয্যা রুখতে অনেক কায়দা কসরতের পর আপাতত ঠেকা দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শনিবার রাতে ১২ ঘণ্টা শালপরামর্শ করে। প্রমাণ হয়ে গেছে, গান্ধি পরিবার বিনা কংগ্রেসের বাঁচার কোনও পথ নেই। এই পরিবারকে ধরেই অক্সিজেন পায় দল। দলের ওয়ার্কিং কমিটির আর্তিতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন সোনিয়া গান্ধি। হলেন অন্তর্বর্তী সভানেত্রা। পুরনো পদে আপাতত তাঁরই 'অস্থায়ী' নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া চেষ্টা করবে দল। এই হল কংগ্রেসের সর্বশেষ হালকিকত। কেন এই হাল কংগ্রেসের? দলের মাতাহীন অবস্থায় কেটেছে আড়াই মাসের বেশি। রাহুল গান্ধি সভাপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে গেছেন লোকসভা ভোটের বিপর্যয়ের দায় নিয়ে। ছেলেকে প্রশিক্ষিত করে সোনিয়া ব্যাটন তুলে দেন তাঁর হাতে ২০১৭-রডিসেম্বরে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তরুণ মুখ এনে, মোদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডাহা ফেল করেছেন তিনি অনেক আড়ালে তাঁর হালকা চালচলন ও শিশুসুলভ মোবাইল নেশা নিয়ে কটাক্ষ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে হেরেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কাছে। রাহুল সব দায় কাঁদে নিয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন লড়াইয়ে কাউকে তিনি পাশে পাননি। দল ধরাশায়ী হওয়ার পর পরই কাণ্ডারী বদলের আওয়াজ ওঠে। লোকসভার ফল ঘোষণার দুদিন পরে ২৫ মে তিনি দলকে জানিয়ে দেন নতুন সভাপতি খুঁজে নিতে। তারপর একে একে গোয়া, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকে কংগ্রেস ভেঙে বহু নেতা বেরিয়ে যান। রাহুল আরও বিপাকে পড়েন।

রাহুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলে অনেকে পদত্যাগও করেন। রাহুলকে সভাপতি পদে ফিরিয়ে আনার বহু চেষ্টা বিফলে যায়। এমনকী শনিবারেও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁকে 'দয়া করে ফিরে আসুন' এর মতো কাকুতিমিনতি করা হয়। কিন্তু তিনি অটল থাকেন সিদ্ধান্তে। অনেকে অবশ্য জনান্তিকে বলছে, এসব আগে থেকে সাজানো চিত্রনাট্য। ৭২ বছরের সোনিয়া অসুস্থতার জন্য ব্যাক স্টেজে চলে গিয়েছিলেন। এখন ছেলের বা দলের জন্য ফিরে এসে হাল ধরলেন। তবে এটা ঠিকই পিছন থেকে অবধারিত কলকাঠি নাড়বেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। তাঁদের মদত দিতে একঝাঁক অনুগত সেনা সদাই প্রস্তুত থাকেন। গান্ধি পরিবার ছাড়া দলের যে গতি নেই সেটা রাহুলের কাছে তাঁর সমালোচনকদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে ওঠে। এই পদত্যাগ করলাম এবারবোঝ ঠ্যালা। গত বছর সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে রাহুলের আলিঙ্গন করে ফিরে নিজের আসনে বসে চোখ টেপার ঘটনার মতো। উল্টোদিকে গান্ধি পরিবারেরও তো কংগ্রেস ছাড়া অস্তিত্ব কী। তাঁরা জানেন, পাদপ্রদীপের আলোয় থাকতে হলে রাজনীতির আঙিনায় থাকতে হবে। তাতে বিজেপি যদি বংশপরম্পরার অভিযোগ তোলে সে কথা কানে তোলারদরকার নেই। যেমন শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার সোনিয়াকে অন্তর্বর্তী সভানেত্রী করার প্রসঙ্গে বলেছেন, লোকসভা ভোটে বংশপরম্পরা ক্ষমতা দখলেরনীতি মানুষ বাতিল করলেও কংগ্রেসের শিক্ষা হয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপিত নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে ফের গান্ধি পরিবারকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। আরেকটা লক্ষ্য হল, গান্ধি পরিবার ছাড়া কংগ্রেস যে ভেঙে টুকরো হবে সেই আশঙ্ক জিইয়ে রাকা। তাহলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কৌশলগত কারণে টালবাহানা করে সেষমেশ ভরসা দিতে সেই এগিয়ে এলেন সোনিয়া। অচিরেই গান্ধি পরিবারের অপরিহার্যতা বুঝিয়ে দিয়ে দুর্মুখদের মুখ বন্ধ করে ফের রাহুলকে তখতে বসানোর জমি তৈরি করা হবে। ততদিনে সোনিয়া সামলে দেবেন পরিস্থিতি। গান্ধি পরিবারের এত প্রভাব প্রতিপত্তির কারণ কী? প্রধানমন্ত্রী মোদি নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন পরিবারতন্ত্র ও গান্ধি পরিবার ব্যতিরেকে কংগ্রেস এক পা হাঁটতে পারে না। বাস্তবে দেখাও যায় গান্ধি পরিবারের ইঙ্গিত ছাড়া কংগ্রেসের একটি পাতাও নড়ে না।

মজার ব্যাপার হল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কার্যত চলে গান্ধি পরিবারের নির্দেশে। সভাপতি ও লোকসভার দলনেতার ছাড়া ২৩ জন এই কমিটির সদস্য। দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১২ জনকে পদাধিকার বলে মনোনীত করেন সভাপতি। বাকিরা নির্বাচিত হন। সভাপতি নিজের বশংবদ নেতাদের বাছাই করেন। সংগঠনে ওয়ার্কিং কমিটিই নীতি নির্ধারক। কার্যত লাগাম থেকে সভাপতির মুঠোয়। সংখ্যাধিক্যের ভোটে সভাপতিকে সরানো যায়। যেভাবে সীতারাম কেশরীকে অপসারিত করে সোনিয়া ক্ষমতায় বসেন। এবার গান্ধি পরিবারের বাইরে থেকে তরুণ সভাপতি বাছাই করার সওয়াল ওঠে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং সবচেয়ে বেশি আওয়াজ তোলেন। কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে যে কয়জনের নাম হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সকলেই গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। কিন্তু শলাপরামর্শ চলাকালীন পাঞ্জাবের কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখরের মতো নেতা জানিয়ে দেন যে গান্ধি পরিবারের থেকে সভাপতি না হলে তিনি সংক্রিয় রাজনীতি না করে বাড়িতে বসে থাকবেন। রাহুলের কাছে। তিনি নাকচ করে দেন। প্রিয়াঙ্কাও অনিচ্ছ্য প্রকাশ করায় সোনিয়ার কাছে দরবার করা হয়। দল বাঁচাতে কিছুদিনের জন্য হাল ধরার আর্জি জানানো হয়। আগামী নভেম্বরে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বলে কিছু নেই। এখনই হাল না ধরলে বিজেপি ওয়াকবার পেয়ে যাবে। প্রবীণ নেতাদের অনুরোধ উপরোধ ঠেলতে পারেননি সোনিয়া 'এত করে বলছ যখন' বলে নিজরাজি হয়ে দলের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হন।

কংগ্রেসের ভাঙন আপাতত আটকাতে পারলেও সোনিয়া কি পারবেন দলের সংগঠনকে চাঙা করতে? পারলেন খোলনলচে পাল্টাতে? কঠিন, খুবই কঠিন কাজ।

দু'দশক পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে গান্ধি পরিবারের বাইরের কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরীকে ১৯৯৮-এ সরিয়ে দিয়ে দলের সভানেত্রী হন সোনিয়া। তাঁরই নেতৃত্বে ২০০৪ থেকে ২০১৪ এক দশক কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে। সোনিয়া ১৯ বছর দলের কাণ্ডারী থাকার পর ২০১৭-তে যখন রাহুলের হাতে ভার তুলে দেন, আর ২০ মাস পরে ফের যখন হাল ধণতে এলেন, এই সময়ের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে আপাদমস্তক অনৈক্য ও গাছাড়া ভাব ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন রাজ্যেও ছন্নছনা দশা। সংসদের সদস্যমাপ্ত অধিবেশনেই তার প্রমাণ মিলেছে। প্রধান বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের দৈন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোদি, সরকার আরটিআই, তিন তালাক বিল, ইএপিএ, এনআই সংশোধনী সহ একাধিক বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। অনায়াসে। রাজ্যসভাতেও কংগ্রেসের প্রতিরোধ খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। মোদি-অমিতের কূট-কৌশলী চালে কংগ্রেস কিস্তিমাত হয়েছে।

এই মুহূর্তে দলের অবস্থা ঠিক দিগভ্রান্ত নৌকোর মতো। দলের মধ্যে মতভেদ মাথাচাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে দলের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সহমত হননি প্রথম সারির এক ঝাঁক নেতা। দিশাহীন মাথাহীন কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্কলহ তীব্র হয়ে ওঠে। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ ও রাজ্যের ভিবাজন নিয়ে দলের অবস্থান দেশের মানুষের আবেগের বিরুদ্ধে বলে অনেকেই প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন। প্রবীণ ও নবীন নেতাদের মধ্যে বিভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের সাধারণ সম্পাদক এন পি সিং, সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা কাশ্মীর ইস্যুতে কংগ্রেসের অবস্থান দেশের স্বার্ত পরিপন্থী হলে উল্লেখ করে পদত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের জনার্দন দ্বিবেদী, দেবেন্দ্র হুদা, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মিলিন্দ দেওরা, জিতিন প্রসাদের মতো নেতারা বলেছেন, জলের লাইনের সঙ্গে তাঁরা একমত নন, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দেশের মানুষের আবেগের বিরুদ্ধ। দল যাতে ভেঙে না যায় সেই চেষ্টা এখনও চলছে। মোদিরমাস্টার স্ট্রোক শুধু কংগ্রেস নয়, বিরোধী শিবিরও ছত্রভঙ্গ। অধিকাংশই সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। গুটিকয়েক দল বিরোধিতা করেছে।

পাক্কা ৭৭ দিন পর কংগ্রেসের মাথায় একজন ফিরে এসেছে, তবে সাময়িকভাবে। বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের পর আনুষ্ঠানিক সভাপতি নির্বাচন করা হবে বলে জানানো হলেও কোনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি। আপাতত দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে ডামাডোল কাটানোই প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে সোনিয়া কতটা সফল হবেন। তা সময়ই বলবে। তবে কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে শুধু আরএসএস বা মোদির সমালোচনা করে পায়ের তলায় জমি পাওয়া যাবে না। জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে দেশের আবেগ মোদির সঙ্গে। মোদির দুর্বল জায়গা দেশের অর্থনীতি। বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে হবে কর্মসংস্থান, বেকারি, উন্নয়নের মতো কমজোরী স্থানে। গান্ধি পরিবার ছাড়া কংগ্রেস অচল, মোদির এই হজম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কংগ্রেসকে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার স্বার্থে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিত আবশ্যিক। নাহলে একচেটিয়া স্বৈরতান্ত্রিকতার ঝোঁক আসতে ছপরে শাসক দলের মধ্যে। সেদিক থেকে কংগ্রেসের পুনরুত্থান জরুরি এবং সেই আশা নিয়ে অনেক মানুষ বুক বেঁধে বসে রয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে পুরনো কংগ্রেস জমানার ইতিমহাসের হয়তো কোনও দাম নেই। কিন্তু এখন কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়ে সংকট তৈরি হলেও এই দলকে নির্মূল করা সহজ নয়। আর গণতন্ত্র বাঁচাতেই কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

কোরবানির পশুর চামড়ার যথাযথ দাম না পাওয়ার অভিযোগের মধ্যে কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। কোরবানির পশুর চামড়ার যথাযথ দাম না পাওয়ার অভিযোগের মধ্যে কাঁচা রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আব্দুল লতিফ বকসী এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।বিবৃতিতে বলা হয়,উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কাঁচা চামড়া ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।নির্ধারিত মূল্যে কোরবানির পশুর চামড়া কেনা-বেচা না হওয়ার তথ্য তুলে ধরে চামড়া ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।বাংলাদেশে সারা বছর যে সংখ্যক পশু জবাই হয়, তার অর্ধেক হয় এই কোরবানির মৌসুমে। কোরবানি যারা দেন, তাদের কাছ থেকে কাঁচা চামড়া কিনে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বিক্রি করেন ট্যানারিতে। এ সময়ই সবচেয়ে বেশি চামড়া সংগ্রহ করেন ট্যানারি মালিকরা।

প্রতিবছর কোরবানির ঈদের আগে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহের জন্য ন্যূনতম দাম ঠিক করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে ট্যানারি মালিকদের দাবিতে গত বেশ কয়েক বছর ধরে ওই দাম কমতির দিকে।এবার ঈদের আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গতবছর কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার যে দাম সরকার ঠিক করে দিয়েছিল, এবারও সেটাই রাখা হয়েছে। ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর কাঁচা চামড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় কিনবেন ব্যবসায়ীরা। আর খাসির কাঁচা চামড়া সারাদেশে ১৮-২০ এবং বকরির চামড়া ১৩-১৫ টাকা দরে কেনাবেচা হবে।কিন্তু এবারও ঈদের দিন বিকালে চামড়ার দাম পড়ে গেলে ‘সিন্ডিকেটের কারসাজির’ অভিযোগ তোলেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যেই রপ্তানির সিদ্ধান্ত এলো। এর আগে কাঁচা চামড়া রপ্তানি না হলেও স্থলসীমানা অতিক্রম করে ভারতে পাচারের অভিযোগ বহু পুরনো।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালার (২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে বছরে প্রায় ২৫০ কোটি বর্গফুট কাঁচা চামড়া (হাইড ও স্কিন) প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

এর মধ্যে বেশিরভাগই (৬৩ দশমিক ৯৮) গরুর চামড়া।এরপর ছাগলের চামড়া ৩২ দশমিক ৭৪ শতাংশ ও মহিষের চামড়া ২ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং ভেড়ার চামড়া রয়েছে ১ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মধ্যে ৭৬ শতাংশের বেশি রপ্তানি করা হয়।কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়েই শিল্পটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পশু জবাই করার পর্যায়ে চামড়া (হাইড ও স্কিন) থেকেই সমস্যাগুলোর সূত্রপাত হয়। গবাদিপশুর চামড়ার মান কমে যাওয়ার কারণগুলো হলো পশু চিহ্নিত করার জন্য চামড়ায় ছেঁকা দেয়া, সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া না ছাড়ানো এবং অনুপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও পরিবহন।কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতির সিদ্ধান্ত জানিয়ে গুণাগুণ অক্ষুণ রেখে যথাযথভাবে চামড়া সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।এজন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে তিনভাবে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এগুলো হলো- প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া, জুতা এবং চামড়াজাত পণ্য: যেমন হাতব্যাগ, বেল্ট ও ওয়ালেট ইত্যাদি।বাংলাদেশ ৯৩টি বড় নিবন্ধিত জুতা উৎপাদনকারী প্রায় ৩৭ কোটি ৮০ লাখের বেশি জোড়া জুতা তৈরি করে। প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া এখন প্রধানত সাভারের ট্যানারিগুলোতে তৈরি করা হয়।জুতা উৎপাদনে বিশ্ববাজারে ১ শতাংশের কম অংশীদার বাংলাদেশের অবস্থান ২০১৬ সালে অষ্টম অবস্থানের ছিল। তবে ২০১৪ সাল থেকে চার বছরে এখাতের সার্বিক রপ্তানি ৮ শতাংশ কমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০৯ কোটি ডলারে (মোট রপ্তানির ৩.৫৪) নেমেছে।

দুই নাতনিকে পাশে বসিয়ে বাসায় রান্না করা খাবার খেয়েছেন দুর্নীতির সাজায় কারাবন্দি বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। কোরবানির ঈদের দুপুরে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের কেবিনে দুই নাতনিকে পাশে বসিয়ে বাসায় রান্না করা খাবার খেয়েছেন দুর্নীতির সাজায় কারাবন্দি বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া।স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অসুস্থতার কারণে কারা তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে থাকা সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী ঈদের দিন দুই নাতনিকে কাছে পেয়ে খুশি হয়েছেন।

খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান সিঁথি তাদের দুই মেয়ে জাহিয়া ও জাফিয়াকে নিয়ে সোমবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যান কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে দেখতে।পরিবারের সদস্যরা জানান, জাহিয়া ও জাফিয়া দাদীর পা ছুঁয়ে সালাম করলে দুই নাতনিকে বুকে জড়িয়ে আদর করেন খালেদা জিয়া।৭৪ বছর বয়সী খালেদা জিয়া ডায়াবেটিকস, আর্থারাইটিস ছাড়াও দাঁত ও চোখের সমস্যায় ভুগছেন। তাকে চলাচল করতে হয় হুইল চেয়ারে করে। ডায়াবেটিসের কারণে প্রতিদিন তার ইনসুলিন নিতে হয়।এর মধ্যেও ঈদের দিন দুই নাতনিকে কাছে পেয়ে খালেদা জিয়ার কিছুটা সময় ‘অন্যরকম কেটেছে’ বলে মন্তব্য করেন এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন।তিনি বলেন,উনি সবার কাছ থেকে পরিবারের অন্যদের খোঁজ-খবর নেন। দেশে কী হচ্ছে, কী পরিস্থিতি তা জানতে চান।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের সাজা নিয়ে গত বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।অসুস্থতার কারণে গত ১ এপ্রিল থেকে তাকে রাখা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের কেবিন ব্লকের ৬২১ নম্বর কেবিনে। অন্তরীণ অবস্থায় এটি তার টানা চতুর্থ ঈদ।এর আগে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করে সংসদ ভবনে স্থাপিত উপ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেখানেও তাকে দুটি ঈদ কাটাতে হয়েছিল।কারা কর্তৃপক্ষ এবার পরিবারের ছয়জনকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছিল। কোকোর স্ত্রী ও দুই মেয়ে ছাড়াও খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দার, স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ও ছেলে অভিক এস্কান্দার গিয়েছিলেন দেখা করতে।বেলা দেড়টার দিকে হাসপাতালের কেবিন ব্লকে আসার পর প্রায় দুই ঘণ্টা তারা ছয় তলায় খালেদা জিয়ার কেবিনে কাটান। শর্মিলা এ সময় বাসা থেকে নিয়ে আসা খাবার খেতে দেন শাশুড়িকে।একজন আত্মীয় জানান, ঈদের দিন শর্মিলার আনা খাবারের মধ্যে ছিল পোলাও, মাংসের রেজালা, আলুর চপ, সবজি, জর্দা, দুধ-সেমাই ও মিষ্টি।সেবার জন্য খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারে থাকা গৃহকর্মী ফাতেমা বেগমও একই সঙ্গে ঈদের খাবার খেয়েছেন বলে জানান ওই আত্মীয়। পরিবারের সদস্যরা যখন ছয় তলায় খালেদা জিয়ার কেবিনে, মহিলা দলের নেত্রী সুলতানা আহমেদ, সাবিনা ইয়াসমীনসহ জনা পনের নেতা-কর্মী তখন কেবিন ব্লকের নিচে অপেক্ষা করছিলেন। ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা-কর্মীও সেখানে ছিলেন।

চামড়া সিন্ডিকেটের হোতা ক্ষমতাসীন আ.লীগের নেতা: রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। ক্ষমতাসীন দলের ‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে’ কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার দাম কমিয়ে ‘পাশের দেশে পাচার’ করা হচ্ছে বলে অভিযো করেছে বিএনপি।কোরবানির ঈদের পরদিন দুপুরে মঙ্গলবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার অজুহাতে একটি সিন্ডিকেট বেশ কয়েক বছর ধরেই চামড়া নিয়ে কারসাজি করছে।এই সিন্ডিকেটের হোতা হচ্ছেন আওয়ামী লীগের একজন নেতা। যার কারণে তাদেরকে চামড়া নিয়ে অনাচার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এই চক্রের স্বার্থ রক্ষা করছে নিশুতি সরকার।বাংলাদেশে সারা বছর যে সংখ্যক পশু জবাই হয়, তার অর্ধেক হয় এই কোরবানির মৌসুমে। কোরবানি যারা দেন, তাদের কাছ থেকে কাঁচা চামড়া কিনে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বিক্রি করেন ট্যানারিতে। এ সময়ই সবচেয়ে বেশি চামড়া সংগ্রহ করেন ট্যানারি মালিকরা।

প্রতিবছর কোরবানির ঈদের আগে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহের জন্য ন্যূনতম দাম ঠিক করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে ট্যানারি মালিকদের দাবিতে গত বেশ কয়েক বছর ধরে ওই দাম কমতির দিকে।এবার ঈদের আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গতবছর কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার যে দাম সরকার ঠিক করে দিয়েছিল, এবারও সেটাই রাখা হয়েছে।

ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর কাঁচা চামড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় কিনবেন ব্যবসায়ীরা। আর খাসির কাঁচা চামড়া সারাদেশে ১৮-২০ এবং বকরির চামড়া ১৩-১৫ টাকা দরে কেনাবেচা হবে।কিন্তু এবারও ঈদের দিন বিকালে চামড়ার দাম পড়ে গেলে ‘সিন্ডিকেটের কারসাজির’ অভিযোগ তোলেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সরকারের বেঁধে দেওয়া ওই দামকে ‘হাস্যকর’ বলেন মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলেন,বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চামড়ার বর্গফুট প্রতি একটা হাস্যকর দাম বেঁধে দিয়ে ওই সিন্ডিকেটকে সহায়তা করছে। এই অল্পদামের চামড়া ব্যাপকভাবে পাচার হচ্ছে পার্শবর্তী দেশে।এই বিএনপি নেতা দাবি করেন, তাদের সরকারের আমলে যে চামড়ার কয়েক হাজার টাকায় বিক্রি হত, এখন তা বিক্রি হচ্ছে দুই-তিনশ টাকায়।

৮০ হাজার টাকা দামের গরুর চামড়ার দাম এবার ২২০ টাকা, এক লাখ টাকার গরুর চামড়া বিক্রি হচ্ছে ২২৫ টাকায়। সব জিনিসের দাম হু হু করে বাড়লেও দফায় দফায় কমতে কমতে দশ ভাগের এক ভাগে নেমেছে গরীব-মিসকিনের হক এই কাঁচা চামড়ার দাম।এমন করুণ অবস্থা দেখে সিন্ডিকেটের কাছে বিক্রি না করে নীরব প্রতিবাদ হিসেবে কোরবানির চামড়া মাটির নিচে পুঁতে রাখছেন অনেকে।যেভাবে পাট শিল্প ‘ধবংস করা’ হয়েছে, ঠিক সেই পথেই বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পকে ‘ধ্বংস করা হচ্ছে’ বলে মন্তব্য করেন রিজভী।তিনি বলেন,সুইস ব্যাংকে আর কত টাকা পাঠানো সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তি পাবে? আজ জনগণের সরকার নেই বলেই এভাবে জনগণের সর্বনাশ করা হচ্ছে।”

এবার ঈদযাত্রায় জনদুর্ভোগ নিয়ে দুই মন্ত্রীর দুই রকম কথার সূত্র ধরেও সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব।তিনি বলেন,সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন ঈদযাত্রাকে স্বস্তিদায়ক আর আনন্দ যাত্রা বলছেন, তখন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম রোববার ফেইসবুকে পোস্টে তুলে ধরেছেন ঈদে বাড়ি ফেরার ভোগান্তির কথা। শাহরিয়ার আলম লেখেন, ‘আমার ট্রেন ১৫ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ল।

শিডিউলে থাকা অনেক প্রোগ্রাম মিস করলাম। দুই দিন ধরে টিভিতে দেখলাম মানুষের ভোগান্তি, এগুলো আমাকে অনেক ভাবিয়েছে। আজকে নিজের চোখেও দেখলাম।রিজভীর ভাষায়, সেতুমন্ত্রী কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে মানুষের চোখকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও ভুক্তভোগী মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সড়ক, নৌ ও রেলপথে ঘরে ফেরার যন্ত্রণা।ঢাকা থেকে কোন গন্তব্যে যেতে কত সময় লেগেছে- তার একটি খতিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে তুলে ধরে এই বিএনপি নেতা বলেন,এরপরও সেতুমন্ত্রী সাফাই গাইছেন নিজের সাফল্যের, এরকম নির্লজ্জ আচরণ দেশবাসী আর কখনো দেখেনি। যতদিন তিনি সড়ক ও যোগাযোগমন্ত্রী আছেন, প্রতিটি ঈদে বাড়ি ফেরা মানুষের নাকের পানি, চোখের পানি এক করে ছাড়বেন।

অন্যদের মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সালাম আজাদ, আমিনুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

দেশরক্ষা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করাটাই আমাদের ঈদ : বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। চিকিৎসক, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস বা অন্য অনেক পেশার মত বিজিবি সদস্যরাও ঈদের দিন দায়িত্ব পালন করেন। তাদের কাছে ঈদের দিনও অন্য দিনের মত। তবু তারা ঈদ করেন। বিজিবি সদস্যরা কেমন ঈদ করেন, মিডিয়াকে সেই গল্প শুনিয়েছেন খুলনার বিজিবি ২১ ব্যাটালিয়ানের কয়েকজন সদস্য।যশোরের শার্শা উপজেলায় রুদ্রপুর সীমান্ত ফাঁড়িতে ঈদের দিন বেলা সাড়ে ১১টায় দায়িত্ব পালন করছিলেন বিজিবির নায়েক সুবেদার মোসাদ্দেক হোসেন।মোসাদ্দেক বলেন,সকাল থেকেই ডিউটি শুরু হয়। তাই ঈদের নামাজ সবাই ভাগাভাগি করে পড়েছি। পরিবার নিয়ে ঈদ করার ইচ্ছা থাকলেও দেশরক্ষার দায়িত্বে থাকা আমাদের তা হয়ে ওঠে না।আমরা দেশের পাহারাদার। সীমান্ত সুরক্ষার গুরুদায়িত্ব আমাদের কাঁধে। আগে দেশরক্ষা, পরে আত্মরক্ষা। দেশ বাঁচলে পরিবার বাঁচবে। এই ব্রত নিয়েই চাকরিতে ঢোকা। তাই সবাই বছরে এক ঈদে ছুটি পান। আরেক ঈদের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

শার্শা উপজেলার উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝখানে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। অনেকখানি এলাকাজুড়ে আছে ইছামতী নদী। এই নদীই দুই দেশকে ভাগ করে রেখেছে।বিজিবির পুটখালী কোম্পানির ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবুল হোসেন বলেন, সীমান্তের বেশ কিছু পয়েন্ট দিয়ে চোরাকারবারিরা মাদক, গরুসহ বিভিন্ন ভারতীয় মাল পাচারের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ফলে বিজিবিকে সারাক্ষণ তাদের ওপর নজর রাখতে হয়।মন চাইলেও পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার সুযোগ হয় না। তাই কর্মক্ষেত্রেই নিজেদের মধ্যে সাধ্যমত আনন্দ করি। দেশরক্ষা পবিত্র দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি। এটাই আমাদের ঈদ।৩৮ বছর ধরে চাকরি করছেন জানিয়ে তিনি বলেন,এর মধ্যে অন্তত ২০টি ঈদ পরিবারের সাথে করতে পারিনি। সহকর্মীদের সঙ্গেই ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই। এটাই ভালো লাগে।একই কথা বললেন বিজিবির পুটখালী মসজিদবাড়ি পোস্টে দায়িত্বে থাকা জওয়ান আব্দুল মোমিন।দেশরক্ষা, সীমান্তের মানুষ ও দেশের সব মানুষকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেওয়াতেই আমাদের বড় আনন্দ। দেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের আপনজন। প্রতিটি পরিবারই আমাদের পরিবার।

মানুষের আস্থার মর্যাদা আমি দেব: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ যেন মানুষের কল্যাণে কাজ করে এবং বাংলাদেশ যেন আরও উন্নত হয়, ঈদের দিনে সেই প্রত্যাশার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের ওপর ‘আস্থা রাখায়’ দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন বলেই তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। তাদের এই আস্থা বিশ্বাসের মর্যাদা আমি দেব এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।সোমবার কোরবানি ঈদের সকালে গণভবনে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন

সরকারপ্রধান।সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ঈদ একটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এই ঈদ যেন মানুষকেও মানুষের কল্যাণে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য আরও উৎসাহিত করে এবং দেশ যেন আরও উন্নত হয়। ঈদের দিনে আমি সেটাই কামনা করি।সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন,শুধু আমার দেশের মানুষ না। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিবারের মতো এবারও ঈদের সকালে গণভবনে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ আসেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে।মেয়ে সায়মা হোসেন ওয়াজেদকে নিয়ে বেলা ১১টার দিকে গণভবনের মাঠে তৈরি প্যান্ডেলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত নেতাকর্মীরা এ সময় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিলে শেখ হাসিনা হাত উঁচু করে তাদের শুভেচ্ছা জানান।আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ফজলুল করিম সেলিম, মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সদস্যদের, জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণ করেন।তিনি বলেন, অগাস্ট মাস আমাদের জন্য একটা কষ্ট, ব্যথা, বেদনা নিয়ে আসে। আপনারা যারা স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বেঁচে আছেন, তারাই শুধু বুঝতে পারবেন আমাদের মনের কষ্ট।এই কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা সব কিছু বুকে ধারণ করেও জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে উৎসর্গ করেছি নিজেকে বাংলার মানুষের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার জন্য।শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। শত প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও আমরা বাংলাদেশকে আজ সারাবিশ্বের কাছে একটা মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাটা যেন অব্যাহত থাকে।

দলীয় নেতাকর্মীরা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা, বিচারপতি, বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক, সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধতন কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতীম ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য, ব্যবসায়ী, এতিম-দুস্থ, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন।গণভবনে আসা অতিথিদের মিষ্টান্নসহ বিভিন্ন খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

সরকারের অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতার কারণে মানুষের মনে ঈদের আনন্দ নেই : বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। সরকারের ‘অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতার’ কারণে মানুষের মনে ঈদের ‘আনন্দ নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন।সোমবার কোরবানির ঈদের দিন জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারতের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

তিনি বলেন,আজকে সারাদেশের বেশিরভাগ এলাকা বন্যা কবলিত, ডেঙ্গু মহামারির আকার ধারণ করেছে, ডেঙ্গু আতঙ্কে দেশের বেশিরভাগ মানুষ আতঙ্কিত।মানুষের মনে যে ঈদের আনন্দ, সেই ঈদের আনন্দ নেই। বিএনপির পরিবারের মধ্যেও ঈদের আনন্দ নেই।আর এজন্য সরকারকে দায়ী করে এই বিএনপি নেতা বলেন,আমরা বলতে চাই, সরকারের অদক্ষতা, তাদের ব্যর্থতা, তাদের উদাসীনতার কারণে আজকে দেশের মানুষ সঠিকভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারছে না।সরকারের ‘অব্যবস্থাপনার’ কারণেই এবার ঈদের ট্রেনের সূচি বিপর্যয় ঘটেছে এবং মহাসড়কে মানুষকে যানজটে ভুগতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন খন্দকার মোশাররফ।

বরাবরের মতই তিনি বলেন, তাদের নেত্রী খালেদা জিয়াকে ‘অন্যায়ভাবে’ কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে।বন্দি হওয়ার আগে খালেদা জিয়া প্রতি ঈদে জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন। খালেদার অনুপস্থিতিতে বিএনপির শীর্ষ নেতারা ঈদের দিন জিয়ার কবরে যান শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতার কবরে এসেছেন মন্তব্য করে মোশাররফ বলেন,আমরা মনে করি, দেশে জনগণের সরকার নেই বলে, জনগণের প্রতি এই সরকারের দায়বদ্ধতা নেই বলেই সকল ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও নৈরাজ্য চলছে। এই নৈরাজ্য-অব্যবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।আর দেশে গণতান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে মুক্ত করার ‘বিকল্প নেই’ বলে দাবি করেন এই বিএনপি নেতা।

অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবউন নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় নেতা আনোয়ার হোসেন, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, নবী উল্লাহ, সালাহউদ্দিন ভুঁইয়া শিশির, শায়রুল কবির খান, শামসুদ্দিন দিদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।জিয়ার কবর জিয়ারতের পর বিএনপি নেতাকর্মীরা বনানীতে আরাফাত রহমান কোকোর কবরও জিয়ারত করেন।

চামড়া পাচাররোধে বেনাপোল সীমান্তে কড়া নজরদারিতে বিজিবি সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। কোরবানির পশুর চামড়া ভারতে পাচাররোধে বেনাপোলের বিভিন্ন সীমান্ত পথে কড়া নজরদারি রেখেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা।মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) সকালে খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বেনাপোলের গাতিপাড়া, পুটখালী, দৌলতপুরসহ বিভিন্ন সীমান্তে পথ দিয়ে যেন কোরবানির পশুর চামড়া ভারতে পাচার হতে না পারে, তার জন্য কড়া নজরদারিসহ বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা তৎপরতা। এছাড়া টহলরত বিজিবি সদস্যদের সার্বক্ষণিক সতর্কাবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিয়ে পুনর্বাসিত করেছিলেন : মাহবুব উল আলম হানিফ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি বলেছেন, জিয়াউর রহমান কখনোই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষেও কাজ করেননি।তিনি বলেন, ৭৫’র ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। দালাল আইন বাতিল করে সাড়ে এগারো হাজার যুদ্ধাপরাধীকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসন করেছেন। এসব কারণে জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাবা যায় না।

হানিফ মঙ্গলবার কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নবনির্মিত ভাস্কর্যের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। নগরীর কালেক্টরেট চত্বরে সকাল ১০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন।তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সম্পদ নন, তিনি গোটা বাঙালি জাতির সম্পদ।

বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করা মানে স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করা। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশার মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হল বঙ্গবন্ধুকে সম্মান করা।তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যারা জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করে না তারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করে না।

জেলা প্রশাসন আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সাংসদ আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশাহ কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাংসদ ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দীন খান, সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী প্রমুখ।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

অনুষ্ঠানে ভাস্কর্য নির্মাণে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বিআরবি গ্রুপের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান, পৌর মেয়র আনোয়ার আলী, দৌলতপুরের উপজেলা চেয়ারম্যান এজাজ আহমেদ মামুন, কুমারখালীর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খানসহ রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে আবৃত্তি পরিষদের শিল্পীরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গবাদি পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়। সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে। রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালির দেহে প্রবেশ করে। আঠালির দেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনম্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

যেভাবে ভেড়া পালনে লাভবান হবেন

ভেড়া ও ছাগল পালনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। তবে ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজ। নিম্নে আমাদের দেশে ভেড়া পালনকারী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে ভেড়া পালনের সাধারণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হল।

ভেড়ার বাসস্থান ঃ প্রত্যেক জীবনের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চালিদা হল একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ভেড়ার রাখার জন্য অধিকাংশই কৃষকেরই ভাল ঘর নেই। তাছাড়া ২০/৩০ টির বেশি ভেড়া আছে এমন খামারিদের ভেড়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিকভাবে পালিত ভেড়া রাখা হয় কৃষকের ঘরের মাচা বা চৌকির নিচে বা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা বেঁধে তারমধ্যে যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ কম। কিন্তুসামান্য খরচ করেই ভেড়া রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাস্থান তৈরি করা যায়। ছাগল বা ভেড়া বাসস্থান তৈরির সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ভেড়ারঅন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট আঁশ জাতীয় খাদ্য, লতাপাতা প্রভৃতি সহজেই সাধারণ শর্করাতে পরিণত করতে পারে। এছাড়া ভেড়া অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় এবং খড় জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভেড়ার চরে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাছাড়া বর্তমান সময়েও আবদ্ধ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন একটি বিরল ঘটনা। গরু, ছাগল এবং পোলট্রি আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা হয় এবং এজন্য তাদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যেহেতু চরে খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষিট প্রাপ্তি ঘটে না তাই বয়স ভেদে নিম্নোক্ত মিশ্রণের দানাদার প্রতিদিন ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খাওয়ানো যেতে পারে।

বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণে নমুনা ক্রমিক নং খাদ্য উপাদান কেজি বাচ্চা বাড়ন্ত ভেড়া বয়স্ক ভেড়া বয়স্ক ভেড়া চাল গম ভুট্টা ভাংগা ৩০.১৫ বিভিন্ন ধরনের ডালের ক্ষুদ্র ৫ ৩। গমের ভূষি/ চালের কুড়া ২৯.৪৫ ৫০

৪. ডালের ভূষি/ খোসা ৫ ১৫ ১৫

৫। খৈল ২৫ ২০ ২০

৬। প্রোটিন কনসেন্ট্রট ২৫ ১১ ৭ ডিসিপি

৮। লবণ ১ ১৫ ১৫ ৯। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ০.৫ ০.৫

মোট ১০০ ১০০ ১০০

রোগ বালাই ভেড়ার রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে এন্টরোটক্সিমিয়া আমাশায়, ধনুষ্টংকার, ক্ষুধা, একথাইমা, পিপিআর, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি রোধ হতে পারে। ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় বিষয় হয় নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা। গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, কলিজাকৃমি, ভেড়াকে আক্রমণ করে। প্রতি ২/৩ মাস পরপর ভেড়াকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ভেড়াকে নিয়মিত শেয়ারিং করা বা পশম কাটা হয় না। তাই শরীরে বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবী বাসকরে এবং বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। এজন্য বছরে অন্তত দু'বার ভেড়ার পশম কাটতে হবে এবং স্নান করাতে হবে তাহলে উকুন, আঠালি, টিক ইত্যাদির প্রকোপ কম হবে। নিয়মিত পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ভেড়ার বাচ্চাকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

বেড়ার প্রজনন

অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর মতোই ভেড়ার প্রজনন। ভেড়াকে বলা হয় সিজনাল ব্রিডার যদিও কিছু কিছু ভেড়া সারা বছর ধরে প্রজনন হয়। ভেড়া সাধারণতঃ ৬-৮ মাসে প্রজনন উপযোগী হয় এবং পুরুষ ভেড়া ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। তবে জাত ভেদে এই বয়সের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফিনশিপ জাতের ভেড়ি ৩-৪ মাস বয়সে এবং মেরিনো ভেড়ি কোন কোন সময় ১৮-২০ মাস বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভেড়ার ঋতুচক্র ১৭ দিন পর পর আবর্তিত হয়। গর্ভকাল ৫ মাস। ১০-১২ টি ভেড়ির জন্য একটি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট।

ভেড়া পালনের উপযোগীতা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেড়া পালন করা হয় প্রধানত মাংস এবং উলের জন্য। আমাদের দেশে কোন উপযোগিতা অনুসরণ করে ভেড়া পালন করা হয় না।

অড়হর চাষ

অড়হর শাখা প্রশাখাযুক্ত গুল্ম উদ্ভিদ। এটি ২ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছ শক্ত হলেও শাখা প্রশাখা নরম। গাছ শক্ত হলেও শাখা প্রশাখা নরম। প্রতিটি বৃন্তে ৩ টি করে পাতা থাকে। পাতাগুলি ৫-৭ সেমি লম্বা ও ১-১.৫ সেমি চওড়া হয়। ভারত বাংলাদেশ সর্বত্র এ গাছ দেখা যায়। তবে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারে এ ব্যাপক চাষ হয়। অড়হর গাছ উত্তোলন করা হয় কারণ গরু ছাগল এর পাতা খুব একটা খেতে চায় না। এইগণেশ প্রজাতির সংখ্যা ২। নীলনদের উপত্যকা এর আদি নিবাস।

বীজ সংগ্রহ ও চারা উত্তোলন

বীজ সংগ্রহ ঃ অরহড়ের বীজ সংগ্রহের সময় নভেম্বর -ডিসেম্বর মাস। প্রতি কেজিতে ৮০০০-৯০০০ টি বীজ পাওয়া যায়। জুলাই আগস্ট মাসে ছোট বোঁটায় ফুল ফোটে। ফুল পীতবর্ণ এবং শিরাগুলো লাল বর্ণ। গুঁটি ৬-৯ সেমি লম্বা। প্রত্যেক গুটিতে ৩-৫ টি বীজ থাকে এবং নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। প্রতিটি পড়ে ৩/৫ বীজ/ অড়হর থাকে। শুঁটি রোদে শুকালে বীজ আলাদা হয়ে যায়। বীজ ৪/৫ মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

চারা উত্তোলন ঃ এপ্রিল মে মাসে বীজতলা অথবা রোপণ স্থানে সরাসরি বীজ বপন করা হয়। বীজ ৭-৮ দিনের মধ্যে গজায় এবং ভাল বীজের অঙ্কুরোদগম হবে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ভাল হয়।

ঔষধি গুণ ঃ ১) অড়হরের প্রধান ব্যবহার ডায়াবেটিস ও জন্ডিসের নিরাময়ে। জন্ডিসের প্রথম অবস্থায় পাতার রস ৩/৪ চামচ একটু গরম করে খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। ২) ডায়াবেটিসে অড়হর পাতার রস একটু গরম করে খাবেন অথবা মূল ৮-১০ গ্রাম ছেঁচে দুই কাপ জলে সিদ্ধ করে আধা কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে খেলে বেশি উপকার হয়। ৩) পিত্ত শ্লেষ্মাজনিত কাশিতে অড়হর পাতার রস ৭/৮ চামচ একটু গরম করে একটা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে কাশি কমে যায়। ৪) অরুচি যত পুরনোই হোক না কেন, অড়হর ডালের জুস অল্প আদা ও মরিচ বাটা দিয়ে সাঁতলে বারে বারে একটু একটু করে খেতে হবে। ৫) জিহ্বার ক্ষতে কয়েকটি কচি পাতা ভাল করে ধুয়ে অল্প থেঁতো করে নিয়ে সেটা আস্তে আস্তে চিবাতে হবে। এভাবে ২/৩ দিন করতে ক্ষত সেরে যাবে। তবে এ সময় একটু জ্বালা করতে পারে। ৬) হাতে পায়ে জ্বালা রোধ হলে অড়হর পাতার রস হাতে পায়ে মেখে ঘন্টাখানেক পরে ধুয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়। ৭) সাপের দংশন ও ফোলা প্রদাহে অড়হর বিচি বাটা প্রলেপ ব্যবহার করা হয়।

আমের রোগবালাই, পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

পিৎজা সরবরাহ করবে রোবট

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় পিৎজা সরবরাহকারী যান হতে যাচ্ছে 'ডমিনোস ড্র'। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে পিৎজা সরবরাহ করবে এই রোবট। ব্রিসবনে গত বৃহস্পতিবার নতুন এই রোবটটির বিশেষ প্রদর্শন হয়।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ম্যারাথন টারগেটস এবং ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে তৈরি করেছে ডরু। এতে ব্যবহার হয়েছে প্রতিষ্ঠানের জিপিএস ট্র্যাকিং ডাটা। সেই সঙ্গে আছে সেন্সরি সিস্টেম। এর মাধ্যমে নানা বাধা অতিক্রম করতে পারে ডরু। সঠিক পথ নির্ণয় করে সহজেই পৌঁছে যায় গ্রাহকের ঠিকানায়। সবই চলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে চার চাকার এই রোবট তার পরীক্ষামূলক ডেলিভারি সম্পন্ন করে। গ্রাহকের চাহিদা মতো কাজ করতে সক্ষম রোবট ডরু বাইসাইকেল বা হাঁটা পথে ধরে ঘন্টায় পাড়ি দিতে পারবে ১২ মাইল। তবে এটি কত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পিৎজা পৌঁছে দিতে সক্ষম তা জানা যায়নি।

একবার ডরু নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেলে গ্রাহক তার ফোনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া নিরাপত্তা কোডে প্রবেশ করবেন। এরপর রোবটকে তার বন্ধ স্টোরেজটি খোলার আদেশ দেবেন। কথামতো স্টোরেজটি খুলতেই গ্রাহক পাবেন তা কাঙ্খিত পিৎজাটি।

ডমিনোসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর মাইক্রোচিপ দিয়ে রোবট তৈরির কার্যক্রম শুরুহয়। এটি একটি বড় ধারণা ছিল। এ কাজে সফল হওয়াও বিরাট ব্যাপার। এর আগে ২০১৩ সালে 'ডমিনোস' প্রযুক্তির মাধ্যমে পিৎজা সরবরাহের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সময় উন্মোচন করে পিৎজা সরবরাহকারী ড্রোন 'ডমিকপ্টার'। ইউটিউবে ডমিকপ্টারের একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যভিত্তিক ড্রোন কোম্পানি অ্যারোসাইট। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ডমিনোস পিৎজা চেইন থেকে স্বাধীন হলেও নাম, লোগো এবং রেসেপি ব্যবহারের জন্য তাদের রয়েলিটি দেয় ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

টারমানিকের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে।এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে (১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিসিটন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকুল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কাম্ভোজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যাভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যাভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ত্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ। স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।

ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে।

সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা।

প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিযেপ্রশ্ন তুলেছেন। তাদের আশঙ্কা, এর মধ্যে দিয়ে মানুষের ক্লোনিং করার ঝুঁকির কাছাকাছি চলে এসে পৃথিবী। কেননা বানর হচ্ছে জেনেটিক গঠনের দিক থেকে মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাণি। যারা এ ব্যাপারে নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এনেছেন তাদের মধ্যে আছেন কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড্যারেন গ্রিফিন।

রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। তাই কামনাচৌমুহনীতে চলছে কামানে রঙ করা কাজ। ছবি- নিজস্ব।

"বঙ্গ জননী" শাখার ধরনার পাল্টা জবাব সায়ন্তনের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স) : "বঙ্গ জননী" শাখার ধরনায় বসা প্রসঙ্গে এবার তৃণমূলকে বিধলো রাজ্য বিজেপি সম্পাদক সায়ন্তন বসু। এদিন সরাসরি পুজোকমিটির নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে চিটফান্ডের টাকা খাওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি উ মঙ্গলবার এই বিষয়ে সরব হন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ও।

এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে, হিন্দ সিনেমার বিপরীতে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে এই ধরনা উ দুর্গাপুজো কমিটি গুলোকে আয়কর দফতরের নোটিস ধরানোকে বিজেপির একটি চাল বলেই এদিনের ধরনা মঞ্চ থেকে অভিযোগ করেন তৃণমূলকর্মীরা উ তাঁদের অভিযোগ, বাংলায় দুর্গাপুজো বন্ধ করতে চক্রান্ত করছে কেন্দ্র। এক্ষেত্রে দুর্গাপুজোয় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চলবে না বলেই এদিন ধরনায় বসে তারা ।

অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের পর এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে নস্যাত করে দেন রাজ্য বিজেপি সম্পাদক সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, "এবার পুজোয় কাটমানি হবে অসুর। টাকা নিয়েছে যখন লজ্জা করেনি, এখন আর কিছু করা যাবে না। এদিন সরাসরি পুজো কমিটির নাম উল্লেখ করে তিনি, "চিটফান্ডের টাকা লাগে নাকতলার পুজোয়।" এরপরেই তিনি দাবি জানিয়ে বলেন যে, "আমাদের কাছে এমন অনেক পুজো কমিটি আসছে, যারা ওঁদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। এখন ওঁদের হাতের বাইরে সব চলে গিয়েছে।"

এদিন এবিষয়ে তৃণমূলকে আক্রমন করে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল যে ইস্যুতে ধরনায় বসেছে, তা বাংলার মানুষ ভালো চোখে দেখবেন না। রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, কত কী ঘটছে, তৃণমূল তো তা নিয়ে কোনও ধরনায় বসে না ! তৃণমূল এমন ভাব করছে, যেন পুজো ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পুজো সবার, তৃণমূলের একার নয়।" তার কথায়, "সব পুজো কমিটিকে তো নোটিস দেওয়া হয়নি। কয়েকটি পুজো কমিটিকে নোটিস দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মূলত চিটফান্ড ও কাটমানির টাকায় চলে।" এরপরেই এদিন কাটমানি নেওয়া পুজো কমিটি গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি বলেন, "বহু গ্রাম থেকে বহু মানুষ পুজোর সময় কলকাতার নামী পুজোগুলিতে আসেন নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসার জন্য। পুজোকমিটিগুলো তাঁদের থেকে প্রচুর টাকা নেয়। এসব টাকার কোন হিসাব নেই। তাই আয়কর দফতরের তদন্ত যুক্তিসঙ্গত।"

৩১ আগস্ট, প্রকাশ হবে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা, সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে অতিরিক্ত ১৪৫ কোম্পানি নিরাপত্তারক্ষী চেয়েছে দিশপুর

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : সামনেই ৩১ আগস্ট। এদিন প্রকাশিত হবে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকা। তালিকা প্রকাশের পর সম্ভাব্য আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের গৃহ দফতর। তাই যে-কোনও ধরনের সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অতিরিক্ত ১৪৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চেয়েছে রাজ্য। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে চূড়ান্ত এনআরসি তালিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। গৃহ দফতরের এক সূত্রের কাছে জানা গেছে, আসন্ন এনআরসি প্রকাশের পর সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলা সাজানোর পবিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। জেলাস্তরে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে কয়েক দফা পর্যালোচনা পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের পর চূড়ান্ত পর্যালোচনা বৈঠক হবে।

সূত্রটি জানিয়েছে, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে পর্যালোচনা করে অসম পুলিশ ছাড়া কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী আরও ২৫৪ কোম্পানির প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়েছে। বর্তমানে এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ১৬৪ কোম্পানি নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার জন্য নিয়োজিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৫৫ কোম্পানি সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের গৃহ দফতর কম করেও অতিরিক্ত আরও ১৪৫ কোম্পানি বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়কে চিঠি দিয়েছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি। তাঁর ধারণা, স্বাধীনতা দিবসের পর অতিরিক্ত কোম্পানি অসমে পাঠানো হতে পারে।

আঙ্গুল জোড়া দিয়ে নজিরবিহীন সাফল্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): শিক্ষকের আঙ্গুল জোড়া লাগিয়ে ফের নজিরবিহীন সাফল্যের অধিকারী হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজউ আরও একটি গর্বের মুকুট যোগ হল তাঁদের মুকুটেউ পাথরপ্রতিমার বাসিন্দা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অনুপকুমার প্রামাণিকের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল জোড়া লাগালেন লাগালেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা।

গত ৬ জুন মার্বেল কাটার মেশিনে কেটে গিয়ে দু টুকরো হয়ে যায় অনুপবাবুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। সেই মুহুর্তেই কাটা আঙ্গুল নিয়ে তিনি ছোটেন স্থানীয় হাসপাতালেউ সেখানের আঙ্গুল জোড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই শুনে ততক্ষনাত কাটা আঙ্গুলকে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে নিয়ে ছুটে আসেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের উদ্দ্যেশেউ তাঁর আসতে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অপারেশন থিয়েটেরউ তবে ডাক্তারদের অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হন তিনিউ তাঁকে ভর্তি নিয়ে নেওয়া হয়উ আর আঙ্গুলটিকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়উ এর ঠিক পরের দিন অর্থাত ৭ জুন তাঁর অপারেশন করে কাটা আঙ্গুলকে জোড়া দেওয়া হয় সফল ভাবেউ অপারেশনের সময়ে ছিলেন প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান প্রবীর যশ, সার্জেন শান্তনু সুবা, ডাক্তার বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং অমিয় ওয়ারকে। সার্জেন শান্তনু সুবা জানিয়েছেন, সংরক্ষণের পর মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে কাটা আঙুলের টিস্যু, নার্ভ, হাড় নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তারপর সব ম্যাচ করে আঙুল জোড়ার কাজ শুরু হয়। জোড়া লাগানোর সময়ে কাটা আঙুলের সামান্য অংশ বাদ দিতে হয়েছে। ফলে লম্বায় একটু ছোট হয়ে গিয়েছে আঙুলটি। কিন্তু একদম স্বাভাবিক ভাবেই সব কাজ করতে পারবেন অনুপবাবু।

প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান প্রবীর যশ জানিয়েছেন, "এতদিন এ ধরনের সার্জারি বেসরকারি হাসপাতালেই হত। তবে এ বার মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য সাফল্যের সঙ্গে আরও একটা নতুন পালক জুড়েছে। এখানে এই ধরনের সার্জারির তেমন সরঞ্জাম নেই। তাতেও আমরা সফল হয়েছি। আরও সরঞ্জাম এলে আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য পাবো।"

আর আঙ্গুল ফিরে পাওয়ার পর কি বলছেন অনুপকুমার প্রামাণিক? তাঁর কথায়, "সরকারি হাসপাতালে এসে এত ভালো পরিষেবা পাবো ভাবিনি। আঙুল আদৌ জোড়া লাগবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ ছিল। তবে এখন বাঁ-হাতে আগের মতোই স্বাভাবিক ভাবে সব কাজ করতে পারছি। জিনিসপত্র ধরতে পারছি। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।

খোলা আকাশের নিচে মিডডে মিল বর্ষাকালেও, ক্ষোভ বিদ্যালয়ে

ক্ষীরপাই, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরে মিডডে মিল ব্যাবস্থা বেহাল । বিদ্যালয় কতৃপক্ষের উদাসীনতার কারনে ছাত্রছাত্রীদের মিডডে মিলের রান্না থেকে পরিবেশন সবটাই চরম অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে । যেকারনে অনেক ছাত্রছাত্রীই নাকি মিল খেতে চায় নি । এই অব্যাবস্থার প্রতিবাদ করে বিদ্যালয়ে এসে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা ।পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসতে হল বিদ্যালয় পরিদর্শককে । ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ১ নম্বর ব্লকের ক্ষীরপাই হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

স্কুল সুত্রে জানা য়ায়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০৪ জন। ছয়ের পাতায়

এবার দুই বাংলার মিলন ঘটাবে রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা,১৩ আগস্ট (হি.স.):এবার এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলে মিশে হোল এক তাও কবিগুরুর হাত ধরেই উ মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুক্তি পেল দুই বাংলার শিল্পীর গানের এলবাম 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার'উ এপার বাংলার শিল্পী হিসাবে রয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা ও ওপার বাংলার শিল্পীর রূপে রয়েছেন অরূপ রতন চৌধুরীউ এই দুই শিল্পীর গান ছাড়াও এই গানের এলবামে রয়েছে আরও একটি চমকউ সেই চমক হল এই এলবামে গান শুরুর আগে একজন সূত্রধর থাকবেন আর সেই সুত্রধরের ভুমিকায় ভাষ্য দেবেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টপাধ্যায় উ মেয়র পরিসদ সদস্য দেবাশিষ কুমারের উপস্থিতিতে এদিন মুক্তি পেল 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার' গানের এলবামটি।

অক্টোবরে তিনদিনের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসবে শ্রীনগরে, ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : এবারের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসবে শ্রীনগরে উ মঙ্গলবার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী অক্টোবরে ভূস্বর্গে হবে প্রথম শিল্প সম্মেলন। তিনদিনের এই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হবে আগামী ১২ অক্টোবর উ জম্মু-কাশ্মীরের উপর থেকে স্পেশ্যাল স্ট্যাটাস তুলে নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, এ বার বিনিয়োগ হবে এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। বিনিয়োগকারীদের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী। আর তারপরেই ঘোষণা মঙ্গলবার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী অক্টোবরে ভূস্বর্গে হবে প্রথম শিল্প সম্মেলন। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রধান সচিব এনকে চৌধুরী এদিন জানিয়েছেন, "আগামী ১২ অক্টোবর শ্রীনগরে শুরু হবে শিল্প সম্মেলন। সম্মেলনে হাজির থাকবেন নামি দামি শিল্পপতিরা। সম্মেলন শেষ হবে ১৪ অক্টোবর জম্মুতে।" সম্মেলনের প্রধান আয়োজক হবে জম্মু - কাশ্মীর ট্রেড প্রোমোশন অরগানাইজেশন। চলতি বছরের শুরুতেই এই সংস্থা গঠন করেছিল কেন্দ্র।" এনকে চৌধুরী জানিয়েছেন, "সম্মেলনে ২০০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁদের প্রায় সবাই হাজির থাকবেন বলে আমরা আশাবাদী।

মন্ত্রক সূত্রের খবর, সম্মেলনে আলোচনাসভার পাশাপাশি আয়োজন করা হবে কর্মশালার। কাটরার মতো শহরেও কর্মশালার আয়োজন হবে। জোর দেওয়া হবে উদ্যানপালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চলচ্চিত্র ধারণ, ফসল সংগ্রহ, পর্যটন, তথ্য ও প্রযুক্তি, হস্তশিল্প ও কারুশিল্প ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে।

কৃষ্ণপ্রেমে বিশ্ববার্তা, খুলে দেওয়া হল এক অনন্য সংগ্রহশালা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : বর্ষব্যাপী গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ পালন উদযাপনের উদ্বোধন উপলক্ষে ২০১৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্মীয়মান এই সংগ্রহশালা দেখে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে কলকাতার দ্রষ্টব্য-তালিকায় যুক্ত হল এই অনন্য সংগ্রহশালা।

বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠের বিশেষ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনের পরে চারতলার এই মিউজিয়ামের প্রতিটি তলাই ঘুরিয়ে দেখানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। চৈতন্যের সেই ভাবধারা এবং দর্শনকে আরও প্রসারিত করার জন্য ২০০৮ সাল থেকে চৈতন্য সংগ্রহশালা তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়। ২০১৩ সালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই ভিত্তিপ্রস্তরের উপর তৈরি ভবন আজ উদ্বোধন হল। ১৬ হাজার বর্গফুট জুড়ে রয়েছে এই সংগ্রহশালা। যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই মিউজিয়ামের সম্পাদক ভক্তিসুন্দর স্বামী মহারাজ বলেন, "এই মিউজিয়ামের সংগৃহীত জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি ছোট টীকা লিখেছিলেন চৈতন্য, তালপত্রে মহাপ্রভুর সেই হস্তলেখের হুবহু অবিকল আছে সংগ্রহশালায়, আসলটি সযত্নে তোলা থাকবে। আছে চৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পুঁথি।" একইসঙ্গে তিনি বলেন , "হরিদাস দাসের লেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী বলে দু'টি বইয়ে মহাপ্রভুর কী কী জিনিস কোথায় রয়েছে, তা লিখিত আকারে রয়েছে। চৈতন্যের ছয় পার্ষদের সময়ে যে সব পুঁথি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে তালপত্রে লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি থাকছে।"

মিউজিয়ামে প্রবেশ করার পর প্রথমেই দেখা যাবে চৈতন্যের মূর্তি। যা জয়পুর থেকে আনানো হয়েছে। এক-পাথরে তৈরি এই মূর্তির উচ্চতা ছ'ফুটেরও বেশি। প্রথম তলায় ফাইবারের মূর্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে নিমগাছের নীচে চৈতন্যের জন্ম বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় তলায় থাকছে চৈতন্যের জীব উদ্ধারের লীলাকাহিনি। শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে চৈতন্যের বাবা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির ইট এবং চট্টগ্রাম থেকে মহাপ্রভুর প্রিয় গায়ক মুকুন্দ দত্তের বাড়ির পাথরও থাকছে সংগ্রহশালায়। চৈতন্যের পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ভক্তিধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। সেই অবস্থার পরিবর্তন করানোয় বড় ভূমিকা নেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তাঁরই ছেলে গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। নাম, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। তৃতীয় এবং চতুর্থতলায় আছে তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এই সংগ্রহশালা করতে পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন। আর্থিক অনুদান মিলেছে কোল ইন্ডিয়া, ওএনজিসি, ইন্ডিয়ান অয়েল, স্টেট ব্যাঙ্ক, এলআইসি প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা এবং পিয়ারলেস গোষ্ঠী, ওসিএল সেবা ট্রাস্ট প্রভৃতির কাছ থেকে।

সংগ্রহশালার একটি তল নির্মাণের জন্য তিন কোটি টাকা দিয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী প্রয়াত কালী মিত্র কন্যা মঞ্জু মিত্র। প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেন্ট তথা আচার্য শ্রীমদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃশিংহ প্রসাদ ভাদুরি, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীপাদ বিষ্ণুজী মহারাজ, এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী সাধন পান্ডে, শশী পাঁজা, বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিজি সরোজ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ছিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যরা। পরে মুখ্যমন্ত্রী সংগ্রহশালার ফলকের এবং গৌড়ীয় মঠে সৌরচুল্লির উদ্বোধন করেন।

সভ্যতার আঁতুরঘরকে অন্যরা কী সভ্যতা শেখাবে, ধর্মমিউজিয়ামের উদ্বোধনে আক্রমণাত্মক মমতা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : হিন্দু ধর্ম কারও কেনা নয়। কোনও ধর্ম কারও কেনা নয়। মঙ্গলবার বাগবাজারে বিশ্বের সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের উদ্বোধন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বলেন, বাংলার মেধা, সংস্কৃতিকে অনেকে হিংসা করে। ভারতের অন্য সংস্কৃতিকে কিন্তু বাংলা হিংসা করে না। সভ্যতার আঁতুরঘরকে অন্যরা কী সভ্যতা শেখাবে? সংস্কৃতির আঁতুরঘরকে কী সংস্কৃতি শেখাবে?

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, '৮ বছর ধরে সরকার চালাচ্ছি। দিল্লি থেকে বলে মমতার রাজত্বে দুর্গাপুজো হচ্ছে না। আরে, মমতার সময় লাখো দুর্গাপুজো হচ্ছে। আপনাদের সময়ে হত না। ঘরে ঘরে লক্ষী পুজো হচ্ছে। গণেশ পুজো হচ্ছে। ছট পুজো হচ্ছে। গুরুনানক, শ্রীচৈতন্যের স্মরণ-সমাবেশ হচ্ছে। বাংলার সরকার ৮ বছর ধরে এ রাজ্যের ধর্মস্থানের জন্য কী করেছে! কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, গঙ্গাসাগর সব জায়গার ভোলবদল করেছি আমরা। দেখে যান। চ্যালেঞ্জ করছি। চ্যালেঞ্জ করছি। চ্যালেঞ্জ করছি। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। এর পরেও কেউ কেউ আমার ধর্ম খুঁজছেন! ছট, দুর্গাপুজো, ঈদ, জন্মাষ্টমী উৎসব, গুরুনানকের জন্মদিন সব কিছুকে মানতে হবে। আসুন না, মানবিক হই। মানুষ হই।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাকে হিংসা কোরো না। ভয় পেয়ো না। দেশ যখন স্বাধীন হয়, গান্ধীজী কোথায় ছিলেন? দিল্লিতে নয়, বেলেঘাটায় ছিলেন। এই মাটিতে জন্ম আমাদের। রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য সর্বধর্মসমন্বয়ের মুখ দেখি আমরা। এই মাটি থেকে দেখি চেন্নাই-কেরল, তিরুপতি-গণপতি। সবাইকে প্রণাম করি। মাতৃতান্ত্রিক দেশ আমাদের। মা-কে শ্রদ্ধা করতে হবে। মা-কে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন না, তারা কিসের মানবিক?

মঙ্গলবার গণ কনভেনশান অংশ নেন দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জ সদর থানায় রহস্যমৃত্যু বন্দির, দুই পুলিশকর্মী বরখাস্ত, প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদর থানার ভিতরে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে জেলায়। নিহত যুবকের নাম বাপ্পা দাস। তার বাড়ি করিমগঞ্জ শহরের শিলচররোডে। একটি টুকটুকের (ই-রিকশা) ব্যাটারি চুরির অভিযোগে আজ মঙ্গলবার বাপ্পাকে বেধড়ক মারপিট করে সদর থানার পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। এর পর তাকে নিয়ে থানার লকআপে ঢুকিয়ে দেয় পুলিশ। এর কিছুক্ষণ পর রহস্যজনকভাবে লকআপেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে নিহত বাপ্পার মা ও দাদার অভিযোগ, পুলিশ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়ে পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঘটনা মঙ্গলবার সংঘটিত হয়েছে। করিমগঞ্জ শহরের রেলকলোনিতে টুকটুকের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে স্থানীয়রা বেদম মারেন শিলচর রোডের বাসিন্দা বাপ্পা দাসকে। সেখান থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল চেকআপ করে সদর থানায় নিয়ে লকআপে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর থানার টয়েলটে শৌচকার্যের জন্য যায় সে। কিন্তু বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও সে টয়লেট থেকে বের না হওয়ায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হয়। তারা টয়লেটে গিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ বলছে, সে তার পরনের গ্যাঞ্জি ছিঁড়ে তা দিয়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শহরজুড়ে। বাপ্পার মৃত্যু সংবাদ শুনে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ছুটে যান মা, দাদা-সহ তার ঘনিষ্ঠরা। হাসপাতালে ছেলেকে মৃত্যুশয্যায় দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন মা। তাঁদের অভিযোগ, থানায় পিটিয়ে বাপ্পাকে খুন করেছে পুলিশ।

এদিকে ঘটনার খবরে বিচলিত করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এই মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে তদন্ত দাবি করেছেন।

অন্যদিকে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় সদর থানায় কর্তব্যরত দুই পুলিশকর্মী এএসআই বীরমণি সিং এবং কনস্টেবল পুষ্পা দাসকে বরখাস্ত করেছেন বলে জানা গেছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক।

নির্দেশিকায় স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ত্র দিবস বলে উল্লেখ করে বিপাকে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ত্র দিবস বলে উল্লেখ করে বিপাকে দিল্লি পুলিশ উ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের নির্দেশিকায় এই মারাত্মক ভুল নিয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা জারি করেছিল দিল্লি পুলিশের দক্ষিণ শাখা। সেখানে হেডিং ছাড়া বাকি সব জায়গায় স্বাধীনতা দিবসের জায়গায় প্রজাতন্ত্র দিবস লেখা ছিল। আর এই নিয়ে মনজীত সিং নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেছেন দিল্লি হাইকোর্টে। দায়ের করা পিটিশনে তিনি লিখেছেন, দিল্লি পুলিশ এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছেলেখেলা করেছে। সিনিয়র অফিসাররা ভালো করে না দেখেই নোটিস জারি করেছেন। এটা সত্যিই দুঃখজনক। দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিএন পটেল ও বিচারপতি সি হরিশঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ এই অভিযোগের শুনানি করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এই ধরণের ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর চারদিকে সমালোচনা শুরু হয়েছে। দিল্লি পুলিশের তরফে এ ব্যাপারে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

এক জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করল এনআইএ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স): খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম চক্রী এক জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করল এনআইএ। ধৃতের নাম জহিরুল শেখ। মধ্যপ্রদেশ থেকে অভিযুক্ত জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে কলকাতায় নিয়ে আসছে এনআইএ।

এনআইএ সূত্রে খবর, ধৃত জহিরুল শেখ সক্রিয় জেএমবি জঙ্গি। বর্ধমানের শিমুলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল সে। সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা ছিল জহিরুল। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে যে ন্যানো গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। সেই গাড়িটি চালাত জহিরুল। জানা গেছে, ধৃত জহিরুল জেএমবির একজন মাথা। তার ওপর দায়িত্ব ছিল পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে যুবক যুবতীদের জঙ্গি সংগঠনে নিয়োগ করা। আর তারপর সেই যুবক যুবতীদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিত সে।

এখন দুদিন পরই ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। ঠিক তার আগেই ওই জেএমবি জঙ্গি কেন মধ্যপ্রদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল তা খতিয়ে দেখছে এনআইএ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশে কোনও নাশকতার পরিকল্পনা ছিল কিনা, ধৃতকে জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছেন অফিসাররা।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জঙ্গিদের একটি ডেরায় বিস্ফোরণ ঘটে। ২ জঙ্গির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তদন্তের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এনআইএ। তদন্তে নেমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি-এর বিশাল নেটওয়ার্কের কথা জানতে পারেন তদন্তকারী অফিসাররা। পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে ধারাবাহিক নাশকতার প্রস্তুতি চলছিল বলে চার্জশিটে জানায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ।

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রয়ান দিবসে শ্রদার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স) : আজ ১৩ আগস্ট, সাংসদ ও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উ মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে, তাঁকে শ্রদার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ এদিন টুইট বার্তার মাধ্যমে এই শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী উ

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "সাংসদ ও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথদাকে (চ্যাটার্জি) মৃত্যুদিবসে প্রণাম উ" ২০১৮ সালে আজকের দিনেই ৮৯ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে সিপিএমের এই বরিষ্ঠ নেতার উ

১৯৬৮ সালে সিপিএমে যোগ দেন তিনি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বরাবরই তাঁর বক্তৃতা তথা বাচনভঙ্গির জন্য প্রশংসিত হয়েছেন সোমনাথবাবু। ১৯৭১ সালে প্রথম বার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। ২০০৮-এ দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর সিপিএমের সদস্য ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। এরপর থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন তিনি।

১০ বারের সাংসদ সোমনাথবাবু জীবনে এক বারই নির্বাচনে হেরেছিলেন। ১৯৮৪-এ যাদবপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। এর পর বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জিতে ফের সাংসদ হন। ২০০4 থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকারের দায়িত্ব সামলান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১১ মাসের শিশু

আটের পাতার পর

হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গ্রামের মানুষের কাছে জানা গেছে, জুয়া খেলে প্রতিদিনই মদ খেয়ে তার ঘরে আসত কনক দৈমারি। জুয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে এসে সে তার পত্নীর ওপর চালাতো অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সম্ভবত গতকাল রাতে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যৌথমঞ্চের

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রাম করে যাবে। উগ্রপন্থী যৌথমঞ্চের দাবি, ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়। তাই তারা ভারতের স্বাধীনতা দিবস বর্জন করে ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সর্বসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে বলে জানিয়েছে।

এছাড়া অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের কোনও মতামত না নিয়ে সংবিধানের ধারা ৩৭০ বাতিল করে জন্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়া এবং রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে ভারত অহঙ্কার এবং গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি অতি অসম্মান প্রদর্শন করছে বলে বিবৃতিতে লেখা হয়েছে। তারা বলেছে, এ ধরনের স্বৈরাচারী নীতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগ হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। এ-সব গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হল ভারত থেকে স্বাধীন হওয়া, বক্তব্য (আলফা-স্বা) ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ কোর-কমিটির।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ১৫ আগস্ট অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মণিপুর, মেঘালয়ে অঘোষিত বনধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মানুষজন খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে খুব-একটা বের হন না। বাড়ি-ঘর, দোকানপাটে

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

সদস্য অস্ত্রসহ জঙ্গলে রয়ে গিয়েছেন। তারা পুনর্বাসন প্যাকেজে খুশী নন, তাই তারা স্বাভাবিক জীবনে আসতে চাইছেন না।

এদিকে, এনএলএফটি জঙ্গিদের মধ্যে তিন জন মহিলা সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। তাদের দাবি, ২০০০ সালে তারা জঙ্গী জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তারা বলেন, জঙ্গি ঘাঁটিতে থেকে সব ধরণের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষন নিয়েছেন। অনেক সময় একাধিক অপারেশনে বেরিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের সেনা বাহিনী বিদেশী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নানা সময় অভিযান চালিয়েছে। অনেক সময় বাংলাদেশের সেনা বাহিনী তাদের ক্যাম্পে অভিযান চালিয়েছে। তবে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি ।কারণ গোপন সূত্রের মাধ্যমে তারা আগাম খবর পেয়ে আগেই শিবির ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন। তাদের বক্তব্য, জঙ্গি জীবনে প্রথমে কিছু অসুবিধা হলেও তারা পরবর্তী সময় মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

তাদেরকে ধলাই জেলার শিকারীবাড়ী এলাকার পুর্ণর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং সেখানে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল করার ট্রেনিং দেওয়া হবে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

চাওয়া হলে শ্রীনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান, সোমবার রাত ৮.৫৫ মিনিট নাগাদ থানায় খবর আসে মলয়নগরে এক মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। খবর পেয়ে মলয়নগর গিয়ে একটি বাড়ি থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে। ওই মহিলা নাকি ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী দুই যুবক ধর্ষণ শেষে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এ ব্যাপারে শ্রীনগর থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহিলাকে বটতলা থেকে তুলে নিয়ে গণ-ধর্ষণ ও হত্যার চেষ্টার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আসল রহস্য উদ্ঘাটন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিস্তর পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ আগস্ট।। বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলা বাজার থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রচুর পরিমানে বেআইনি ভাবে মজুত রাখা বিলেতি মদ ও দেশি মদ উদ্ধার করেছে।মঙ্গলবার দুপুরে অফিসটিলা বাজার থেকে নন্দন সাহার দোকান থেকে প্রায় একশো বিশ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে।প্রতিদিন কোথাও না কোথাও অবৈধ ভাবে রমরমা ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।থামতি নেই ব্যাবসার। পুলিশের এরকম ভাবে অভিযান চালানো কে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষ।

গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কাকদ্বীপে

কাকদ্বীপ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৩ আগস্ট (হি.স.): গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেল ১৪টি দোকান। ১৪টি দোকান পুড়ে যাওয়ায় বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়াও আগুন নেভাতে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। সোমবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত সব্জি মার্কেট এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে সব্জি মার্কেটের একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগে।

গার্ডেনের উদ্বোধন

আটের পাতার পর

সারে ছয়টা পর্যন্তই খোলা থাকবে। মিউজিয়ামে প্রবেশের টিকিট পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত দেওয়া হবে। বাগান রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকলেও প্রবেশের টিকিট দেওয়া হবে রাত সারে আটটা পর্যন্ত। এখন থেকে সামনের মূল গেট ছাড়াও টাউন হলের কাছে পেছনের গেটেও টিকিট পাওয়া যাবে। মিউজিয়াম দেখা এবং বাগান ভ্রমণের জন্য প্রতিদিনের টিকিটের মূল্য ভারতীয়দের জন্য ২০ টাকা। বিদেশী পর্যটকদের জন্য ১৫০ টাকা। তাছাড়া মোবাইল ক্যামেরা, স্টিল এবং ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য আলাদা টিকিট লাগবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এস ওয়াহিদ আহমেদ। সবাইকে ধন্যবাদ ˆাপন করে বক্তব্য রাখেন মিউজিয়ামের সংরক্ষক ও হেড অফ অফিস পি বি ভ-াচার্য।

হাজির ইন্দ্রদীপ

দুইয়ের পাতার পর

সোহিনী কাহিনির প্রোটাগনিস্ট। তরুণী, মধ্যবয়স্কা এবং প্রৌঢ়া- জীবনের এই ৩টি পর্যায়েই দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।ব্যোমকেশের পর ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন আবীর ও সোহিনী। আবীর এবং সোহিনি ছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে সুজন মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী, দেবলীনা কুমার এবং দামিনী বেনী বসু।

ক্ষোভ বিদ্যালয়ে

পাচের পাতার পর

এলাকার ঝাঁ চকচকে দোতলা বিদ্যালয়ের এমন দশা। অভিভাবকদের অভিযোগ -দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের বাইরে খোলা মেঝেতে খেতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিলের খাবার, এমনকি প্রচন্ড বৃষ্টি হলে, না খেয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়। আবার কখনো ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজে খাবার খেতে হয়, বৃষ্টি হলে রান্নাঘরে আকাশের জল গড়িয়ে পড়ে,কারন ছাউনি ভাঙা। স্কুল ও প্রসাশন সব জেনেও চুপ। স্থানীয়দের দাবি- বহুদিন ধরে আমরা লিখিত আবেদন জানিয়েছি, প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি।তাই এই অব্যাবস্থার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বেলা বারোটার পর থেকে বিক্ষোভ শুরু করে অভিভাবকেরা । ক্ষোভের জেরে পঠনপাঠন ব্যহত হয় । উত্তেজনা বাড়তে থাকায় সেখানে ছুটে আসেন বিদ্যালয় পরিদর্শক কৌশিক দে। অবশেষে স্কুল পরিদর্শকের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিত্যগোপাল পাত্র বলেন ' আমার কিছু করার নেই আমি সমস্ত বিষয় স্কুল পরিদর্শক ও বিডিওকে জানিয়েছি। চুড়ান্ত প্রচেষ্টা হয়েছে । স্কুল পরিদর্শক কৌশিক দে সত্যতা স্বীকার করে বলেন,- আমরা অবিলম্বে কিভাবে স্কুলের মিড ডে মিলের শেড করা যায় সেটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। যে কোনো ভাবে করানোর উদ্যোগ নিচ্ছি পুনরায়।

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

লকিং স্যুইচ ৪-টি, টাইম ডিলে ১-টি, থ্রি-নট-থ্রি ম্যাগাজিন ১৯টি জমা দিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দেশ আজ নতুন দিশায় এগিয়ে চলেছে। উগ্রপন্থীরাও তাই সহিংসতার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। তাঁর কথায়, ২০১৪ সালে দেশে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে সকল অংশের মানুষের বিকাশের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী উগ্রবাদীদের হিংসার পথ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাতে, ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তাঁর দাবি, দীর্ঘ ৪২ বছরের নাগা সমস্যার সমাধান মোদীর নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতিদের উন্নতিতে গৃহীত পদক্ষেপই এনএলএফটি জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার উৎসাহ জুগিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, যোজনা অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তা-ই নয়, জনজাতিদের উন্নতিতে তারাও সমান অংশীদার হবেন, জোর গলায় বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জানিয়েছেন, জনজাতিদের স্বার্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, এই তিনটি মৌলিক চাহিদার ঘাটতি মেটাতে ত্রিপুরা সরকার প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছে। তিনি জানান, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তার উন্নয়নে ১,৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে যোগ করেন, তাঁদের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা গৃহ দফতরের প্রধানসচিব কুমার অলক বলেন, চুক্তির ভিত্তিতে আজ এনএলএফটি জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে, তাদের উপর প্রশাসনিক নজরদারি থাকবে। এতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের বদলে জঙ্গি কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাই এখনই তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি প্রত্যাহার করবে না ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

সূচনা

● প্রথম পাতার পর

সিটি বাস সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জনগণের দাবি থাকা সত্ত্বেও সিটি বাস সার্ভিস চালু করা হয়নি।

বর্তমান সরকার আরও আগেই সিটি বাস সার্ভিস চালু করার চেষ্টা করেছিল। ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অর্থে ১৭৩টি বাস ক্রয় করার কথা ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাসগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক বাস ক্রয় করা হচ্ছে দেখানো হলেও বিগত সরকার অনেক বাস শো-রুম থেকেই আনেনি। মারাত্মক দুর্নীতি করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপে বর্তমান সরকার রীতিমতো স্তম্ভিত। আবার অনেক গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। সেগুলি খুঁজে খুঁজে বের করে মেরামত করানো হচ্ছে বলে জানান পরিবহণ মন্ত্রী। বাম আমলে নিয়ম বহির্ভূত এসব ঘটনা ও দুর্নীতির তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, বিগত বাম সরকারের আমলে টিআরটিসিকে রুগ্ন শিল্পে পরিণত করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার টিআরটিসিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বেহাল

● প্রথম পাতার পর

এ-ক্ষেত্রে তিনি সরকারের সদিচ্ছার অভাবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছেন। আর এ-জন্য তিনি দোষ ঠেলেছেন সরকারি আমলাদের কোর্টে। বলেছেন, উন্নয়নের অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছেন সরকারি আমলারা। এককথায় শুধু করিমগঞ্জ নয়, গোটা অসমের সার্বিক উন্নয়নেও খেয়াল নেই দিল্লির।

বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আক্ষেপ করে জানান, বরাক উপত্যকার বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল, অর্থ তথা পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রেরিত স্মারকপত্রেরও কোনও গুরুত্ব আজ পর্যন্ত দেয়নি কেন্দ্র। এতে জনক্ষোভ বাড়ছে। বহুদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনায় বরাক উপত্যকার সড়কপথের করুণ হাল দিনে দিনে বেঁড়েই চলছে। স্বদলীয় সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই গুরুতর অভিযোগ আনলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

তিনি বলেন, গত চার-পাঁচ বছর থেকে বরাক উপত্যকার প্রতিটি এলাকায় সড়কের বেহাল দশা বিরাজ করছে। একই সাথে কর্তব্যরত ঠিকাদাররা কিছু কিছু কাজ নামে মাত্র সম্পন্ন করলেও অর্থের অভাবে বাকি কাজে হাত দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। বিধায়ক বলেন, পাথারকান্দি-সহ গোটা করিমগঞ্জ জেলার জাতীয় সড়কগুলিতে বড় বড় পুকুরের মতো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জনগণকে চলাচল করতে হচ্ছে ওই সব সড়কপথে। রাজ্য সরকার বহুবার এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করেছে, কিন্তু নিটফল শূন্য।

প্রাধান্য

● প্রথম পাতার পর

সভাধিপতি পদে জয়দেব দেববর্মা , সহ সভাধিপতি পদে হরিশংকর পাল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা সভাধিপতি পদে অন্তরা সরকার দেব, সহ সভাধিপতি পদে হরি দুলাল আচার্য্য, সিপাহিজলা জেলার সভাধিপতি পদে সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহ সভাধিপতি পদে পিন্টু আইচ, উনকোটি জেলার জেলা সভাধিপতি পদে অমলেন্দু দাস, সহ সভাধিপতি পদে শ্যামল দাস, ধলাই জেলার জেলার সভাধিপতি পদে রুবি ঘোষ, সহ সভাধিপতি পদে অনাদি সরকার এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সভাধিপতি পদে ভবতোষ দাস এবং সহসভাধিপতি পদে বিশ্বজিৎ ঘোষরে মনোনিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ৩৫ জন চেয়ারপার্সন ও ৩৫ জন ভাইস চেয়ারপার্সনের নামও চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নামও চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ১৬-১৭এবং ১৮ আগস্ট গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা শপথ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন রতনলাল নাথ। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দলীয় নেতা অমিত রক্ষিত, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

অ্যাটর্নি জেনারেল কে বেনুগোপাল বলেন, "আমরা আশা করছি দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে।" অর্থাৎ, চালু হবে ফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা এবং উঠবে কার্ফু। ২০১৬ সালে বুরহান ওয়ানি-সহ তিন জঙ্গির মৃত্যুর পর একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কাশ্মীরে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইন্টারনেট ও ফোন পরিষেবা। সে কথাও এ দিন আদালতে বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। এর প্রেক্ষিতেই আদালত বলে, "আমাদের গোটা পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে। ওখানকার ছবিটা কি দেখতে হবে। তবে কেন্দ্র সময় নিক। তারপর মামলাকারীরা আবার আসতে পারেন আদালতে।"দু'সপ্তাহের জন্য এই আবেদন মুলতুবি করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

আহত তিনজন

আটের পাতার পর

সেই সময় বাড়ির ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলেন একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যউ পুলিশ সুপার (এসপি) অধদেশ পাণ্ডে জানিয়েছেন, বহু পুরনো ওই বাড়িটি ভেঙে পড়ায় ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যান পাঁচজনউ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় জিগনা থানায়উ থানা থেকে পুলিশ আসার পর পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেনউ বাকি তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনউ মৃতদের নাম হল, আসলাম (২৬) ও ইসরাত (৫)উ আহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি

ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের পুস্তক মেলার প্রস্তুতি কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। গতকাল আগরতলা ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কার্য আরম্ভ হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক রঘুনাথ সরকার। গত এক বৎসরের আয় ব্যয় এর হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ সরকার। এরপর প্রতিনিধিরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাবের উপর আলোচনা করেন। পরে তা সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। সভায় আলোচনা ক্রমে আগরতলা পুস্তক মেলা ২০১৯ এর প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। তার কনভেনার নির্বাচিত হয়েছেন শুভব্রত দেব, সদস্য দেবানন্দ দাম, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, অজিত দেববর্মা ও সুবল রায়। সভায় প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষার মেলা ও মহকুমা মেলাগুলি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই মেলাগুলি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। গিল্ডের এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়।

ইসুজুর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যান বাজারজাত উত্তর পূর্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া উত্তর পূর্ব ভারতের বাজারে প্রবেশ করছে গুয়াহাটিতে নর্থ ইস্ট ইসুজুর একটি নতুন অনুমোদিত থ্রি এস ডিলারশিপ সংস্থা স্থাপন করে। ইসুজু তাদের বিভিন্ন প্রকারের নির্ভরযোগ্য এবং পারফরমেন্স সমৃদ্ধ ইউটিলিটি যান লঞ্চ করেছে, যথাক্রমে লাইফস্টাইল ও অ্যাডভেঞ্চার যান ভি ক্রস, ৭ সিটার বিশেষ এসইউভি যার নাম ইউ এক্স এবং ডি ম্যাক্স বাণিজ্যিক যান। ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভগণ এবং ডিলার পার্টনার নতুন সংস্থাটির উদ্বোধন করেছে শুক্রবার ৯ আগস্ট গুয়াহাটিতে।

এঙ্গেলসের মৃত্যু বার্ষিক পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। গতকাল এসইউসিআই(সি) দলের উদ্যোগে মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের সহযুদ্ধা মহাননেতা ফেডরিক এঙ্গেলসের ১২৪তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দলের রাজ্যিক অফিসে রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর মহান নেতা ফ্লেডরিয় এঙ্গেললসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং আন্তর্জাতিক সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এই মহান নেতার জীবন সংগ্রামের উপর গ্রুপ রিডিং ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও গ্রুপ রিডিং পরিচালনা করে রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুন কুমার ভৌমিক। দলের সভ্য, সমর্থক ও দরদীরা উল্লেখ যোগ্য সংখ্যায় আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

আত্মবলিদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। ১১ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপোষহীন ধারার বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১২তম আত্মবলিদান দিবস। এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটি। সকাল ৭টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ক্ষুদিরাম মুর্তির পাদদেশ থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সেখানে ফিরে এসে এক শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনের সভাপতি ও উপস্থিত অন্যান্য সকলে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। পরে কিশোরদের সংগঠন কমসোমল গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে প্রীতিলতা দেবনাথ ও সহ শিল্পীগণ। পরে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সহ সভাপতি কমল রায় চৌধুরী। তিনি বর্তমান প্রজন্মকে ক্ষুদিরামের মতো সাহসী, আত্মত্যাগী হয়ে সমাজের সকলপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, জুলুম ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী সুভাষ কান্তি দাস ক্ষুদিরামের স্বপ্নকে পূরণ করতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে ছাত্র যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। সমাপ্তি সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সহ সম্পাদক শ্রী প্রণব নন্দী।

সেবা ফাউন্ডেশান আত্মপ্রকাশ করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। সেবা ফাউন্ডেশন একটি সামাজিক এবং জনকল্যাকামী সংগঠন। সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা এবং অঙ্গিকার নিয়ে এই সংগঠনের পথচলা শুরু গত ১০ই আগস্ট। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় আগরতলা ক্লাবের সেবা ফাউন্ডেশন এর যাত্রাপথের শুভ সূচনাপর্বে আয়োজিত দেহদান এবং চক্ষুদানের মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ মিশন আগরতলা শাখার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় হিতকামানন্দজী মহারাজ। আগরতলা সহকারী হাইকমিশনার কিরীটি চাকমা এবং আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডাঃ কে কে কুন্ডু।

অনুষ্ঠানের প্রথমে স্বাগত ভাষণ রাখেন সেবা ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক শ্রী প্রাণগোপাল সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আদর্শ এবং সেবামূলক প্রসঙ্গ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ১৫ জল দেহদান এবং ৫ জনের চক্ষুদান ছাড়াও অতিথিবৃন্দ কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যক নরনারায়ণদের হাতে মশারী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন চন্দন সরকার। সভাপতি রণজিৎ কুমার সাহার আলোচনা এবং ধন্যবাদ সূচক ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর নামে রাখতে হবে মেট্রো স্টেশনের নাম, দাবি জানিয়ে চিঠি গেল রেল মন্ত্রীর কাছে

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): দেশের সর্ববৃহৎ স্টেডিয়াম তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনিউ তাই সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের নাম প্রয়াত প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নামে করতে হবেউ এমনটাই দাবি জানিয়ে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে চিঠি দিল স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া(এসএফআই)উ এই স্টেডিয়াম তৈরিতে যথেস্ট অবদান রয়েছে এই প্রয়াত মন্ত্রীর উ তাই তাঁর নামেই সল্টলেক মেট্রো স্টেশনের নামকরণ হোক এমনটাই চায় এই বাম ছাত্র সংগঠনউ

সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য জানান, "অনেক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাহায্যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এই স্টেডিয়াম তৈরী করেছিলেনউ যা এখন রাজ্য তথা দেশের গর্বের ক্রীড়াঙ্গন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম স্টেডিয়ামের নাম রাখা তো দূর কথা কোনও ক্ষেত্রে তাঁর নাম ব্যবহারের কথাও কেউ ভাবেননিউ" তাঁদের দাবি, "তবে এবার মেট্রো স্টেশনের নাম তাঁর নামে রাখার আবেদন করেছি আমরাউ এর মাধ্যমে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবেউ এটাই আমরা চাই। রেলমন্ত্রীকে আমরা চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আবেদন জানিয়েছি উ"

আর কয়েকদিনের মধ্যেই দৌড়তে শুরু করবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। প্রথম পর্যায়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত মোট ৬টি স্টেশনে চলবে মেট্রো।

খেলা

সিরিজ জয়ই পাখির চোখ টিম ইন্ডিয়ার

পোর্ট অফ স্পেন: কুইন্স পার্ক ওভালের দুরন্ত জয়ে টিম ইন্ডিয়ার সামনে সুযোগ চলতি ক্যারিবিয়ান সফরে পর পর দু''টি সীমিত ওভারের সিরিজ জয়ের। রবিবার ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৫৯ রানের জয়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে আর যাই হোক, ওয়ান ডে সিরিজে আর হারছে না ভারত। তবু টেস্ট সিরিজের আবহে ঢুকে পড়ার আগে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মরিয়া বিরাট কোহলিরা।সামিত ওভারের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমীহ করার মতো প্রতিপক্ষ হলেও ধারাবাহিকতার নিরিখে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে তাদের বড়সড় পার্থক্য চোখে পড়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। জর্জটাউনের পরিত্যক্ত ম্যাচটি বাদ দিলে ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে শেষ ১০ ম্যাচের সাতটিতে জিতেছে ভারত। ২টি ম্যাচ জিততে সক্ষম হয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। বিশাখাপত্তনমে একটি ম্যাচ টাইয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।সুতরাং পোর্ট অফ স্পেনে চলতি সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ান ডে ম্যাচেও খাতায়-কলমে এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে ভারত। বিরাট কোহলির তিন অঙ্কে ফেরা ভারতীয় দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে এ্রি ম্যাচে। তবে বেশ কয়েকটা দুশ্চিন্তার অবকাশও থাকছে নিশ্চিত।প্রথমত, শিখর ধাওয়ানের ফর্ম চিন্তায় রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। শেষ ম্যাচে গব্বর রান না-পেলে চাপ বাড়বে তাঁর উপর। দ্বিতীয়ত, ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বর জায়গাকে কোহলি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহারের কথা বললেও, ঋষভ পন্তকে সরিয়ে সম্ভবত গত ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করা শ্রেয়স আয়াইয়ারকে দেখে নিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেও উইনিং কম্বিনেশন বজায় রেখেই সম্ভবত মাঠে নামতে চলেছে কোহলি অ্যান্ড কোং।ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্য অফ ফর্মে থাকা গেইলকে ওপেনিং স্লট থেকে সরানোর কথা ভাববে বলে মনে হয় না। তবে সুস্থ হয়ে উঠলে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন দলে ফিরতে পারে ওশান থমাসের পরিবর্তে। অসুস্থ ছিলেন বলে দ্বিতীয় ম্যাচে অ্যালেন মাঠে নামতে পারেননি। তাঁর জায়গায় খেলানো হয় থমাসকে।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের সঙ্গে জলকেলিতে মাতলেন শিখর-শ্রেয়সরা

নিজস্ব প্রতিবেদন : ক্যারিবিয়ান সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর একদিনের সিরিজেও ১-০ তে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা।

প্রথম একদিনের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মে জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় একদিনের ম্যাচ। এই ম্যাচে হারলেও সিরিজ হারবে না টিম ইন্ডিয়া। অন্যদিকে গেইলরা হারলে সিরিজ পকেটে পুরে নেবে কোহলির দল। তাই টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারের পর সম্মান রক্ষার ম্যাচ জিততে মরিয়া ক্যারিবিয়ানরা।তৃতীয় একদিনের ম্যাচে মাঠে নামার আগে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের সঙ্গে জলকেলিতে মেতে উঠলেন শিখর ধাওয়ান, শ্রেয়স আইয়ার, মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা।

অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন কায়রন পোলার্ড, নিকোলাস পুরানরা। পোর্ট অব স্পেনের একটি পাহাড়ি লেকে শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ারদের বোট থেকে ডাইভিং করতে দেখা গেল। শ্রেয়স আইয়ার এবং শিখর ধাওয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে নিকোলাস পুরান, কায়রন পোলার্ডদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ, খলিল আহমেদদের দড়ি ধরে ঝুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে।২০২২ সালে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে থাকছে মহিলাদের ক্রিকেট!

ফুটবল থেকে অবসর নিলেন ডাচ লেজেন্ড ওয়েসলি স্নেইডার

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এক বছর আগে। এবার পেশাদার ফুটবলকেও বিদায় জানালেন ডাচ লেজেন্ড ওয়েসলি স্নেইডার।সদ্য প্রাক্তন এই ফুটবলার মাত্র ১৯ বছর বয়সে নেদারল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের নিয়মিত সদস্য হন। কমলা জার্সিতে তিনি ১৬ বছর ফুটবল খেলেন। ২০১৮ সালে জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পরও পেশাদার বা ক্লাব ফুটবল খেলা চালিয়ে যান ৩৫ বছরের এই ডাচ লেজেন্ড।রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে স্পেনের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট লা লিগা জেতেন স্নেইডার। এরপর ইন্টার মিলানকে সিরি এ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও কোপা ইতালিয়াও জেতান নেদারল্যান্ড তারকা। কেরিয়ারের শেষদিকে তুরস্ক ও ফ্রান্সের দলেও খেলেন এই মিড-ফিল্ডার। তবু বিশ্বকাপ জিততে না পারাটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের বলে জানিয়েছেন স্নেইডার।২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল নেদারল্যান্ড। ৯০ মিনিট ধরে দুর্দান্ত খেলেও স্পেনের আন্দ্রে ইনিয়েস্তার ইনজুরি টাইমের গোলে কাপ হাতছাড়া হয় ডাচদের। সেই দলে ছিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। দেশের হয়ে ১৩৪টি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও রয়েছে এই মিড-ফিল্ডারের। স্নেইডারকে ফুটবলহীন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে ফুটবল বিশ্ব।

বিসিসিআইয়ের শর্ট লিস্টেড করে ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ইনি হতে পারেন ভারতের প্রধান কোচ

ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড গত মাসে প্রধান কোচ সমেত দলের সাপোর্ট স্টাফের জন্য আবেদনপত্র চেয়েছিল। দলের বর্তমান কোচ রবি শাস্ত্রী আর অন্য সাপোর্ট স্টাফদের সময়সীমা বিশ্বকাপ পর্যন্তই ছিল কিন্তু তা ওয়েস্টইন্ডিজ সফরকে মাথায় রেখে ৪৫দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোচ বাছার দায়িত্ব কপিলদেব, অংশুমান গায়কোয়াড় আর শান্তা রঙ্গাস্বামীকে দেওয়া হয়েছিল।৬টি নাম শর্টলিস্টেডভারতীয় দলের প্রধান কোচের জন্য প্রায় ২০০০ আবেদন এসেছিল আর তার মধ্যে থেকে ৬টি নাম শর্টলিস্টেড করা হয়েছে। এই ৬জনের মধ্যে বর্তমান কোচ রবি শাস্ত্রী ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার টম মুডি আর নিউজিল্যাণ্ডের মাইক হেসনের মত বড়ো নাম শামিল রয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় দলের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় রবিন সিং আর লালচন্দ রাজপুতের নামও শামিল রয়েছে। এই দুজন আগেও ভারতীয় দলের সঙ্গে থেকেছেন। শেষ নাম আফগানিস্তানের কোচ থাকা প্রাক্তন ওয়েস্টইন্ডিজ খেলোয়াড় ফিল সিমন্স।১৬ আগস্ট হবে ইন্টারভিউক্রিকেটনেক্সটের রিপোর্টের মোতাবেক শর্টলিস্টেড করা ৬জন এর ইন্টারভিউ ১৬আগস্ট হবে।এর জন্য সকলকেই আলাদা আলাদা সময়ও দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টসের মোতাবেক বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন,'বোর্ড নিজের অভিজ্ঞতা আর পদের জন্য যোগ্যতার আধারে ছিটি নামের তালিকাকে শেষ রূপ দিয়েছে। এই ছটি সাক্ষাতকার ছ জন প্রার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সময় স্লটের সঙ্গে মুম্বাইতে আয়োজন করা হবে। সাক্ষাতকার সকাল থেকে শুরু হবে আর ১৬ আগস্ট বিকেল ৫:৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে'।ভিডিয়ো ইন্টারভিউর থাকবে বিকল্পএই ৬ জন ইন্টারভিউতে পৌঁছতে পারবেন না ফলে এই৬ জনই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে ইন্টারভিউ দেবেন। রবি শাস্ত্রীও দলের সঙ্গে ওয়েস্টইন্ডিজে রয়েছেন। বিসিসিআইয়ের ওই আধিকারিক আগে বলেন, 'শাস্ত্রী এই প্রক্রিয়ায় বাকি সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে ডাইরেক্ট এন্টি পেয়েছেন। সিএসি সম্ভবত সমস্ত প্রার্থীদের র্যাঙ্ক করবে, এই কারণে বিসিসিআই উপলব্ধতা আর অন্য শর্তের আধারে ফাইনাল প্রার্থী বাছতে পারে। কিছু বিদেশী ইন্টারভিউতে শামিল হতে পারবেন না, এই কারণে তারা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে এই প্যানেলের সঙ্গে যোগ দেবেন'।বিসিসিআইয়ের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন যে ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ রবি শাস্ত্রীর আরো একবার ফাইনাল কোচ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল রয়েছে। কারণ ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি আর রবি শাস্ত্রীর মধ্যে ভাল তালমেল রয়েছে এবং এই দুজনের ঘনিষ্ঠতার কথা কারো অজানা নয়। এছাড়াও রবি শাস্ত্রীর কোচিংয়ে ভারত গত দু বছরে যথেষ্ট ভাল প্রদর্শনও করে দেখিয়েছে।

অ্যাসেজ শুরুর আগে পরিসংখ্যানগুলি জেনে নিন

১৪ অগাস্ট থেকে লর্ডসে শুরু ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া অ্যাসেজ ডুয়েল। ঐতিহাসিক মাঠে অ্যাসেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এই পরিসংখ্যানগুলি জেনে নিন।অ্যাসেজে শেষ ৭ টেস্টে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়াঅ্যাসেজ সিরিজের ইতিহাসে শেষ সাতটি টেস্টে অপরাজিত রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৫ সালে ওভালে টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই টেস্ট নিয়ে এখনও পর্যন্ত সাতটি অ্যাসেজ টেস্টে অজিরা অপরাজিত রয়েছে।একনজরে অজিদের সাতটি অ্যাসেজ টেস্টে অপারিজত থাকার পরিসংখ্যান১) ২০১৫ সালে ওভালে অজিরা ম্যাচ জিতেছিল- ৪৬ রানে.২) ২০১৭ -১৮ অ্যাসেজ--ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জেতে ১০ উইকেটে৩)২০১৭ -১৮অ্যাসেজ-অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জেতে১২০রানে। ৪)২০১৭ -১৮ অ্যাসেজ- পারথে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জেতে ৪১ রানে।৫)২০১৭ -১৮ অ্যাসেজ-মেলবোর্নে ম্যাচ ড্র হয়৬)২০১৭ -১৮ অ্যাসেজ-সিডনি অজিরা ম্যাচ জেতে ১২৩ রানে৭)২০১৯- এজবাস্টনে অজিরা ম্যাচ জেতে ২৫১ রানে।একনজরে শেষবার লর্ডসে স্মিথের ব্যাটিং দাপট২০১৫ সালে লর্ডসের এই মাঠে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ২১৫ রান হাঁকিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। লর্ডসে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতেছিল ৪০৫ রানে।লর্ডসে ক্রিস ওকসের টেস্ট রেকর্ডলর্ডসে বরাবরই বিধ্বংসী বোলিং করেন ইংল্যান্ডের অল-রাউন্ডার ক্রিস ওকস। জুলাইয়ে এই মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট তুলে নিয়েছেন(১৭/৬)। সব মিলিয়ে এই মাঠে ৪ টেস্ট খেলে ব্যাটে ২৭৪ রান ও বলে ২৪টি উইকেট তুলে নিয়েছেন ওকস। এই মাঠে তিন বার পাঁচ বা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন ওকস। সেই সঙ্গে লর্ডসে একটি টেস্ট শতরানও রয়েছে ওকসের।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

PNIT No. PT-05/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 06/08/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites item tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 27/08/2019 for 6 (Six) nos. items. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and contact at Ph. No.9612590474 (M)/ email- een 1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

ICA/C-758/19

Short Notice inviting tender No-5(2)-SF/(SNM)/TEND/ 2019-20/1085-94Dated, Melaghar The
PRESS NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed re-tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fish seed grower (Individual/Fishery based SHGS/ MSS Ltd.) under Mohanbhog Block for supplying of Catla fingerling of 7 cm above in different Gram Panchayets/ Village Committees of Mohanbhog Block, under Sonamura Sub-Division for the financial year 2019-20. The last date of submission of tender is on 23/08/19 up to 3.00 P.M. Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned on or before 22/08/2019 at any working days from 11.00 A.M to 3.00 P.M.

ICA

(S.S.JAMATIA)
SUPDT.OF FISHERIES
SONAMURA SUB-DIVISION

ICA/C-774/19

NO.F.7(6)-IGMH/PS/17(S-IV) Dated, Agartala the 08/8/2019.

Short Notice Inviting Quotation

Sealed quotation are invited by the undersigned on the behalf of the Governor of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/ Interest person for supply of Battery/cell for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2018-19.

The quotation form with detailed description of item & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 14:30 hours, free of cost upto 20/08/19.

The quotation would be received at the office of the undersigned upto 17:00 hours /08/19 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala

ICA/C-783/19

NO.F.ITI/DMN/CoE/11(18)/2012/536
Dated, Dharmanagar, The 8th August 2019.
NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation in sealed envelope is invited from registered Chartered Accountant (CA) firms for audit of accounts of the Institute Managing Committee (IMC) society of Govt. ITI, Dharmanagar for the financial year 2018-19 & a part of 2017-18 (1st October 2017 to 31st March 2018).

Quotation should reach the office of the undersigned in all working days on or before 29.08.2019 by hand or through registered post only and the quotation will be opened on 30.08.2019 at 3:30 PM in the office of the undersigned in presence of all quotationers who wishes to remain present.

Member Secretary
IMC, Govt. ITI, Dharmanagar
&
Principal Govt. ITI, Dharmanagar
North Tripura.

ICA/C-780/19

Short Notice inviting tender No-5(2)-SF/(SNM)/TEND/ 2019-20/1074-84 Dated, Melaghar The
PRESS NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed re-tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fish seed grower (Individual/Fishery based SHGs/ MSS Ltd.) under Nalchar Block, Sonamura Nagar Panchayet and Melaghar Municipality Council for supplying of Catla fingerling of 7 cm above in different Gram Panchayets/ Village Committees of Nalchar Block, Sonamura Nagar Panchayet and Melaghar Municipality Council under Sonamura Sub-Division for the financial year 2019-20. The last date of submission of tender is on 23/08/19 up to 3.00 P.M. Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned on or before 22/08/2019 at any working days from 11.00 A.M to 3.00 P.M.

(S.S.JAMATIA)
SUPDT.OF FISHERIES
SONAMURA SUB-DIVISION

ICA/C-771/19

সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন -২০১৯

আয়োজক ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

১৪ই আগষ্ট, ২০১৯ * দুপুর ১২ ঘটিকা
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, ২নং প্রেক্ষাগৃহ, আগরতলা

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ শ্রী রতন লাল নাথ,
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সম্মানিত অতিথি ঃ মাননীয় বিচারপতি এস. সি. দাস.
চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন।

সম্মানিত অতিথি ঃ ড. অরুণোদয় সাহা,
ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং প্রাক্তন উপাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ অতিথি ঃ শ্রীমতি তনুশ্রী দেববর্মা,
আই.এ.এস, অধিকর্তা, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার, রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, সমগ্র শিক্ষা অভিযান।

বিশেষ অতিথি ঃ অধ্যাপক সুজিত চক্রবর্তী,
"কবি সুকানত সম্মান"- ২০১৮, পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখক।

সভাপতি ঃ শ্রী উত্তম কুমার চাকমা, অধিকর্তা,
মধ্যশিক্ষা অধিকার ও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ।

কবি সুকান্তের সৃষ্টিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই অনুষ্ঠানে "কবি সুকান্ত সম্মান - ২০১৯" প্রদান করা হবে। এছাড়া, আগরতলা পুর নিগম এলাকার নির্বাচিত ৮টি বিদ্যালয় ও ২টি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আপনার সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হোক এই অনুষ্ঠান।

তাং ঃ ১০/০৮/২০১৯ইং

বিনীত
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

ICA/D-693/19-20

২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে জায়গা পেলে টি-২০ ক্রিকেট

বার্মিংহ্যাম: ক্রিকেটপ্রমীদের জন্য ভালো খবর! অবশেষে কমনওয়েলথ গেমসে স্থান পেলে ক্রিকেট। বার্মিংহ্যামে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে অন্তর্ভুক্ত হল মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট। মঙ্গলবার এই ঘোষণা করে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন। কমনওয়েলথ গেমেসের আসর বসবে ২০২২-এর ২৭ জুলাই থেকে ৭ অগস্ট।১৯৯৮-এর পর ফের কমনওয়েলথ গেমসে ফিরল ক্রিকেট। কুয়ালা লামপুরে ১৯৯৮ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ক্রিকেট। সেটা ছিল ৫০ ওভারের ফর্ম্যাট। সেবার সোনা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। খেলেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর, রিকি পন্টিং ও জাক ক্যালিসের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা। ২৪ বছর পর ফের কমনওয়েলথ গেমেসে দেখা যাবে বাইশ গজের লড়াই। মহিলাদের টি-২০ লড়াই হবে আট দলের। প্রতিটি ম্যাচ হবে এজবাস্টানে।আইসিসি-র তরফে সিজিএফ-এর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়। আইসিসি-র চিফ একজিকিউটিভ মানু সহনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান,"মহিলা ক্রিকেটের কাছে এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা একত্রিত হয়ে কমনওয়েলথ গেমসে ক্রিকেটের জন্য দরবার করেছিলাম। মহিলা ক্রিকেট দিনের পর দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ২০২২ বার্মিংহ্যাম কমনওয়েথ গেমেসে মহিলা টি-২০ ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তিতে আমরা দারুণ খুশি।"আইসিসি-র সিইও আরও বলেন, "প্রথমত টি-২০ ফর্ম্যাট কমনওয়েলথ গেমেসের জন্য আদর্শ। বিশ্বের দরবারে মহিলা ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ২০২২ কমনওয়েলথ গেমেসে যারা খেলবে তাদেক কাছে, এটা হবে অসাধারণ অভিজ্ঞতা।ইসিবি-র চিফ একজিকিউটিভ টম হারিসন, "আমরা দারণ খুশি যে, বার্মিংহ্যামে ২০২২ কমনওয়েথ গেমসে মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে এটা মহিলাদের কাছে সেরা প্যারা স্পোর্ট প্রোগ্রাম।"কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট ড্যামে লুইস মার্টিন বলেন, "কমনওয়েলথ গেমসকে ক্রিকেটের কামব্যাককে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা ঐতিহাসিক দিন। আমরা বিশ্বাস করি, কমনওয়েলথ গেমেসে মহিলা টি-২০ ক্রিকেট সারা বিশ্বে নিজেদের মেলে ধরবে। এটা ওদের জন্য দারণ প্ল্যাটফর্ম।"

বিরাটদের সিংহাসনে নজর উইলিয়ামসনদের

কলম্বো: ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া অ্যাসেজ সিরিজ দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাও পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযান শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। শ্রীলঙ্কা সফরে দু''টি টেস্ট দিয়ে যাত্রা শুরু করবে কিউয়িরা।এই সিরিজেই বিরাট কোহলিদের কাছ থেকে এক নম্বরের সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে কেন উইলিয়ামসনদের সামনে। তাদের সংগৃহীত রেটিং পয়েন্ট ১২২। নিউজিল্যান্ড রয়েছে ব্যাংকিং তালিকার দ্বিতীয় স্থানে।তাদের রেটিং পয়েন্ট ১১১। সুতরাং ২ ম্যাচের আসন্ন টেস্ট সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে হারাতে পারলে ভারতকে টপকে আইসিসি টেস্ট ব্যাংকিংয়ের এক নম্বরে উঠে আসতে পারে নিউজিল্যান্ড।শুধু দলগত ব্যাংকিংয়েই নয়, এই সিরিজে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের সামনে হাতছানি থাকছে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে টপকে টেস্টে আইসিসি''র এক নম্বর ব্যাটসম্যানে পরিণত হওয়ার। এই মুহূর্তে টেস্টের এক নম্বর ব্যাটসম্যানের মুকুট রয়েছে কোহলির মাথায়। তাঁর রেটিং ঝুলিতে রয়েছে ৯২২ রেটিং পয়েন্ট। ৯১৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে কেন উিলিয়ামসন রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। অর্থাত ব্যাট হাতে দারুণ কিছু করে দেখাতে পারলে উইলিয়ামসনের পক্ষে টেস্টে এক নম্বর ব্যাটসম্যানে পরিণত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।আগামী ১৪ অগস্ট গল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট। ২২ অগস্ট থেকে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হবে কলম্বোর পি সারা স্টেডিয়ামে। দু''ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। আগামী ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিনটি টি-২০ ম্যাচই খেলা হবে পাল্লেকেলেতে।

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-IESD-UDP / 02 /2019-20 Dated: 07/ 08/ 2019

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for receipt of application	Last date for issue of tender	Date of opening of tender	Place of sale of tender documents	Class of Tenderer
1	Providing IE in the newly constructed School Building(RMSA) at Hatichara High School, South Maharani Udaipur, Gomati Tripura (2nd call). D.NIT NO : 01 /IESD - UDP/2019-20	Rs. 160591.00	Rs. 1606.00	30(Thirty) days	Upto 15.00 Hrs on 16/08/19	16/08/19 Upto office hour	At 15.30 H rs on 17/08/2019	O/o the Sub-Divisional Officer, I.E. Sub-Division, Udaipur, Gomati Tripura.	Appropriate Class
2	Providing Special maintenance of internal electrification in District TB Centre, Udaipur, Gomati Tripura D.NIT NO: 02 /IESD - UDP/2019-20	Rs. 38762.00	Rs. 388.00						

ICA/C-765/19

For details please contact to the office of the undersigned.
(Er. G.B. Jamatia)
Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division,
Udaipur, Gomati Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে চলছে কুচকাওয়াজ এর মহড়া। ছবি- নিজস্ব।

ডিসেম্বরে এমবিবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। আগামী ডিসেম্বর মাসেই আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের প্রধান কার্যালয়ে কৃষ্ণনগরে সিটি বাস সার্ভিস চালু করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে পরিবহণ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিমান সঙ্কট দূর করার জন্য পরিবহণ দপ্তর এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই সঙ্কট অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, গুয়াহাটি-ঢাকার মধ্যে যে আন্তর্যাতিক বিমান চলাচল শুরু হয়েছে সেই বিমান যাতে আগরতলা বিমানবন্দরে উঠানামা করে সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে আগরতলা বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হলে ঢাকার সঙ্গে আগরতলা বিমান যোগাযোগ স্থাপিত হবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিবহণ মন্ত্রী আরও জানান, ১৪ আগস্ট থেকেই আগরতলা ও দিল্লির মধ্যে প্রতিদিন সরাসরি বিমান চালু হচ্ছে। আগরতলা ও দিল্লির মধ্যে সরাসরি বিমান চালানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিলেন রাজ্যবাসী। এই দাবি পূরণ হতে চলেছে। এর ফলে দেশের রাজধানীর সঙ্গে রাজ্যের রাজধানীর বিমানপথে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। রাজ্যের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার ও পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও দাবি জানানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী।

টাউনশিপ স্কীম ঃ ফ্ল্যাট বুকিং ১৫ আগস্ট থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। আগরতলার তিনটি জায়গায় রাজ্য সরকার যে টাউনশিপ স্কীম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলির ফ্ল্যাট বুকিং আগামী পরশু অর্থাৎ ১৫ আগস্ট বিকাল ৩টা থেকে শুরু হচ্ছে। এর বুকিং হবে অনলাইনে। আজ বিকালে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা আর্বান প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টি ইউ ডি এ)-এর কমিশনার ডা. মিলিন্দ রামটেকে এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, যাত্রীরা বিমানের টিকিট, রেলের টিকিট যেভাবে অনলাইনে বুকিং করে থাকেন সেই একই পদ্ধতিতে এই ফ্ল্যাটগুলি বুকিং করা যাবে।

ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টও হবে সব অনলাইনে। তিনি জানান, যাদের ইন্টারনেট সংযোগ নেই, যারা ঘরে বসে ফ্ল্যাট বুকিং করতে পারবেন না, তারা কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ফ্ল্যাট বুকিং-এর সুবিধা পাবেন। এই কমন সার্ভিস সেন্টারগুলির নাম জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ডা. রামটেকে জানান, ফ্ল্যাট বুকিং সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যই ত্রিপুরা আর্বান প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ওয়েব সাইটে দেওয়া থাকবে। ফ্ল্যাট বুকিং করতে আগ্রহীরা সেখান থেকেই সমস্ত তথ্য জেনে নিতে পারবেন। তিনি জানান, পুরো বিষয়টাতে যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। ফার্ষ্ট কাম, ফার্ষ্ট সার্ভিসের ভিত্তিতে বুকিং করা হবে। ৭০ শতাংশ ফ্ল্যাটের বুকিং হয়ে গেলেই সম্পর্ণ প্রজেক্টটির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে ডা. রামটেকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নেশন্যাল বিল্ডিং কোডের নর্মস অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে ফ্ল্যাটগুলি নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য, আগরতলার কামান চৌমুহনীতে বিবেকানন্দ মার্কেট, কু'বনের ভগৎ সিং যুব আবাসের পেছনে সরকারি জায়গা এবং নন্দন নগরের ডনবসকো স্কুলের নিকট এই তিনটি টাউনশিপ স্কীম বাস্তবায়ন করা হবে। মোট ১০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের মানুষরা এই ফ্ল্যাটগুলি ক্রয় করতে পারবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা আর্বান প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এ্যাডিশন্যাল কমিশনার এন সি শর্মা এবং অথরিটির চীফ প্ল্যানার ইন্জিনীয়ার মিহির কান্তি গোপও উপস্থিত ছিলেন।

জাল নথি দিয়ে জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন, কাঁকসায় ধরা পড়ল জালিয়াতি চক্রের মুল কালপিট সহ ৪ জন

দুর্গাপুর, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : জাল নথিপত্র দিয়েই জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন। সম্প্রতি এমনই জালিয়াতি চক্রের হদিশ ধরা পড়ল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায়। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে জালিয়াতি চক্রের মুল পাণ্ডাসহ ৪ জন। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শংসাপত্র তৈরীর জালিয়াতি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোটা কাঁকসা ব্লকজুড়ে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম কিশোর সাহা, শ্যামল সাহা নামে দুই ভাই কাঁকসার ২ নং কলোনীর বাসিন্দা। এছাড়াও রয়েছে বিপদতারন নাগ ও মলয় দত্ত রাজবাঁধ ও গোপালপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, জাল নথি দিয়ে তপশীলি জাতি- উপজাতি শংসাপত্র তৈরীর আবেদন করে কিশোর ও শ্যামল। বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন। সম্প্রতি দুর্গাপুর মহকুমাশাসক কাঁকসা থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করে। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে কিশোর সাহা ও শ্যামল সাহা নামে দুই ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গেছে, নকল নথী দিয়ে ওই দুইভাই জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন করে। ওই আবেদনের স্কুটনিতে ধরা পড়ে নকল নথি। পুলিশ তাদের জেরা করে বাকি দুজনকে গ্রেফতার করে। চারজনকে আদালতে পুলিশ নিজ হেপাজতে নেয়। প্রশ্ন, কিভাবে চলে জালিয়াতি? জানা গেছে, জাতিগত শংসাপত্রের আবেদনে বাবা কিম্বার বাবার রক্তের সম্পর্কের কারও জাতিগত শংসাপত্রের নকল জমা আবশ্যিক। এছাড়াও ভোটার কার্ড, আধারকার্ডের জেরক্স জমা দিতে হয়। আর এই নথিতে ছিল জালিয়াতি। অভিযোগ, একজনের আসল শংসাপত্রে ছবি, নাম বদলে তৈরী হত জাল শংসাপত্র। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা চক্রের মুল কালপিট বিপদতারন নাগ। বিভিন্ন লোকের কাছে জাল শংসাপত্র তৈরীর বরাত নিত। কাঁকসার গোপালপুরে মলয় দত্তের স্টুডিও রয়েছে। সেখানেই ফটোশপে তৈরী হত জাল শংসাপত্র। রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।' অন্যদিকে দুর্গাপুর মহকুমাশাক অনির্বান কোলে জানান,' বিষয়টি এখনও তদন্ত চলছে।'

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু দু'জনের, গুরুতর আহত তিনজন

মির্জাপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের দু'জন সদস্যেরঊ এছাড়াও ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন সদস্যঊ রাতভর প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে মির্জাপুর জেলার জিগনা থানার অন্তর্গত পাটেহারি গ্রামে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়াল। ছয়ের পাতায় দেখুন

ঈদের লম্বা ছুটিতে চিকিৎসা ও ভ্রমণে ভারতমুখী যাত্রী বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। কোরবানি ঈদ, জাতীয় শোক দিবস ও সাপ্তাহিক বন্ধসহ টানা এক সপ্তাহ ছুটি পেয়ে চিকিৎসা ও ভ্রমণে ভারতমুখী পাসপোর্ট যাত্রীরা।যাত্রীরা বলছেন, জরুরি প্রয়োজন থাকলেও এতদিন ছুটি না মেলায় তারা যেতে পারেননি। এখন ঈদ, শোক দিবস ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ লম্বা সময় পাওয়ায় পরিবার নিয়ে তারা ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

পাসপোর্ট যাত্রী শিরিন বলেন, আমার স্বামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বেশ কিছুদিন ধরে ভারতে যেতে চাই। ঈদে কয়েকদিনের ছুটি পাওয়ায় এখন ভারতে বেড়াতে যাচ্ছি।ভারতগামী যাত্রী পৃতম রায় বলেন, আমি একটি কলেজে শিক্ষকতা করি। পরিবারের কয়েকজনকে ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার। এতদিন ছুটি না পাওয়ায় যেতে পারিনি। এখন লম্বা ছুটি পেয়ে ভারত যাচ্ছি।

বেনাপোল চেকপোস্ট কাস্টমস ইমিগ্রেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা মৃনাল কান্তি সরকার বলেন, ঈদের ছুটির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও কাস্টমস ইমিগ্রেশনের সব শাখা খোলা রয়েছে। অন্য সময়ের চায়ে এখন যাত্রীদের যাতায়াত বেশি। তারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারেন এজন্য প্রয়োজনীয় জনবলও রয়েছে। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের (ওসি) আবুল বাশার বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় এ পথে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রতিদিন সাধারণত ৩-৪ হাজার পাসপোর্ট যাত্রী ভারতে যায়। এখন ঈদের ছুটিতে তা বেড়েছে। ঈদের আগের দিন ১১-১৩ আগস্ট পর্যন্ত বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে গেছেন ১৮ হাজার ১৮৬ জন যাত্রী। এদের মধ্যে বাংলাদেশি যাত্রী রয়েছে ১৬ হাজার ৯১০ জন, ভারতীয় এক হাজার ২৬৩ জন ও অনান্য দেশের রয়েছে ১৩ জন।

মারিশদায় সরকারি যাত্রীবাহী বাস উল্টে বিপত্তি , আহত ২০

মারিশদা, ১৩ আগস্ট (হি . স .) : হাওড়া যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই (দীঘা - হাওড়া) সরকারি বাস।মঙ্গলবার বিকেল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদা থানার দুরমুঠের কাছে। পলাতক গাড়ির চালক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাসটি দীঘা হাওড়া রুটের সরকারি বাস। এদিন বাসটি হাওড়া যাওয়ার পথে দুরমুঠের কাছে হঠাৎই নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে। ঘটনায় আহত হয় ২০ জন বাসযাত্রী।স্থানীয়রা বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মারিশদা থানার পুলিশ এসে গাড়িটি কে আটক করে।গাড়ির চালক পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কারবি আংলঙে যৌথবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ডিএনএলএ জঙ্গি

ডিফু (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে ভারতীয় সেনা ও অসম পুলিশ। ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলায় সেনা পুলিশের যৌথ বাহিনী জোরদার অভিযান শুরু করেছে। এরই ভিত্তিতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে কারবি আংলং পুলিশ ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর ১২ গাড়োয়াল রেজিমেন্ট এক যৌথ অভিযান চালিয়ে কারবি আংলং জেলার ধনশিরি খেরাবাড়ি থেকে এনএলএল জঙ্গি সংগঠনের সশস্ত্র বাহিনীর কর্পোরাল বেসটিং জিডুং ওরফে মাস্টার ওরফে জন ডিমাসা জিডুংকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত জঙ্গির কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৩ রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী।

ধৃত বেসটিং জিডুং প্রথমে ইউপিএলএফ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। কারবি আংলং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেসটিং ২০১৪ সালে ইউপিএলএফ জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়ে ২০১৬ সালে সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আবার ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয় বেসটিং জিডুং। বর্তমানে জঙ্গি সংগঠনটির কর্পোরাল ছিল বেসটিং এবং তার ব্যাজ নম্বর ছিল ১৯৯১।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বেসটিং জিডুং বর্তমানে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি-সহ জঙ্গলে নতুন ক্যাডারদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল।

তাছাড়া এনএসসিএন (আইএম)-কে অস্ত্র সরবরাহও করত। এই বেসটিং জিডুং-এর জন্য এনএসসিএন (আইএম)-এর হেব্রন ক্যাম্পে ডিএনএলএ-র কিছু জঙ্গি নেতা আশ্রয় নিয়েছে বলে কারবি আংলং পুলিশ জানিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বেসটিং জিডুং ডিমাসাদের অধিকার আদায়ে এবং ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতি পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতেই ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি আত্মপ্রকাশ করে বলে এক ভিডিও প্রকাশ করেছিল। ওই ভিডিও প্রকাশের পরই বেসটিং জিডুং-এর খোঁজে ছিল সেনা ও পুলিশ। অবশেষে সোমবার রাতে ধনশিরি খেরাবাড়ি থেকে বেসটিংকে গ্রেফতার করে সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী।

শিয়ালদহ উড়ালপুল বন্ধে বিকল্প রাস্তা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ১৫ আগস্ট থেকে বন্ধ থাকবে বিদ্যাপতি সেতুঊ ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হবে শহরের অন্যতম ব্যস্ততম সেতুঊ যান চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু বন্ধ থাকায় শহরজুড়ে তীব্র যানজটের আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

যানজটের আশঙ্কাক কমাতে বেশ কিছু বিকল্প রাস্তার কথা জানানো হয়েছে লালাবাজারের তরফ থেকেঊ বিকল্প রাস্তাগুলি হল লেনিন সরণি হয়ে মানিকতলা যাওয়ার বাসগুলি এসপ্ল্যানেড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলুটোলা বা বিবেকানন্দ রোড হয়ে যাবে। বেলেঘাটা রোড ধরে রাজাবাজার ক্রসিংয়ের দিকে যাওয়া বাসগুলি ফুলবাগান, কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা মেইন রোড, মানিকতলা ক্রসিং হয়ে এপিসি রোড অথবা ফুলবাগান ক্রসিং, নারকেলডাঙা মেইন রোড, রাজাবাজার ক্রসিং হয়ে এপিসি রোডে যাবে। সতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলাকালীন ওই তিনদিন আমহার্স স্ট্রিট, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোড, ক্রিক রো, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। দক্ষিণ থেকে এজেসি বোস রোডের দিকে যাওয়ার গাড়ি রবীন্দ্রসদন থেকে ধর্মতলা হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে ঘোরানো হতে পারে।

পাশাপাশি, বিদ্যাপতি ফ্লাইওভার বন্ধ থাকায় বেলেঘাটা রোড, এম জি রোডের দিকে যাওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে। দক্ষিণ কলকাতা থেকে দিয়ে এনআরএস হাসপাতাল আসা যাবে। দক্ষিণের দিক থেকে রাজাবাজারগামী বাসগুলির ওই তিনদিন আস্তানা হবে এনআরএস হাসপাতালের সামনে। এম জি রোড থেকে বেলেঘাটা হয়ে পূর্বদিকে যাওয়ার বাসগুলি এপিসি রোড, নারকেলডাঙা মেইন রোড হয়ে যাতায়াত করবে। এপিসি রোড ধরে দক্ষিণে যাওয়ার বাসগুলি মানিকতলা ক্রসিং থেকে বিবেকানন্দ রোড, আমহার্স স্ট্রিট, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, লেনিন সরণি অথবা এম জি রোড ধরে আমহার্স স্ট্রিট হয়ে ওই একই রাস্তায় যাবে।

এছাড়াও উত্তর থেকে এপিসি রোড ধরে এম জি রোড, রাজাবাজার ক্রসিং হয়ে নারকেলডাঙা মেন রোড ও ক্যানাল ইস্ট রোড, মানিকতলা ক্রসিং হয়ে বিবেকানন্দ রোড, আমহার্স স্ট্রিট, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে গাড়ি ঘোরানো হতে পারে।

যদিও বৃহস্পতিবার থেকে রবিবারের পর্যন্ত ছুটির দিন থাকায় যানজট কিছুটা কম হওয়ার আশঙ্কাই করছে লালবাজারঊ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেতুর নিচে বসা দোকানিদেরঊ তবে খোলা থাকবে কোলে মার্কেট।ওই একই দিনে বন্ধ থাকবে অরবিন্দ সেতু এবং জীবনানন্দ সেতু। শহরে একই সময়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ন সেতু বন্ধ থাকায় ছুটির দিন হলেও নাজেহাল হতে হবে সাধারণ নিত্য যাত্রীদের।

ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে নাইট গার্ডেনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ রাজ্যের ঐতিহ্য এবং সংস্ক'তির মিলন কেন্দ্র। আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে মনোরম বাগান নাইট গার্ডেনের নতুন ব্যবস্থাপনার এবং আলোকসজ্জার উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। এখন থেকে বাগানটি জনগণের সুবিধার জন্য রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠি সহ ৬০০ বছরের রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার মিশ্র সংস্ক'তি ঐতিহ্যপূর্ণ। ১৯৭০ সালে ছো- পরিসরে ত্রিপুরার যাদুঘর পথচলা শুরু করেছিল। ২০১৩ সালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে বড় পরিসরে মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ৯০ হাজার দর্শক এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন। এখানে রয়েছে ২৫টি গ্যালারি। শুধু ত্রিপুরার ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্ক'তিই নয় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর কথাও এখানকার গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৯০০টি স্কুলের প্রায় ৫৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের আত্মীক সম্পর্ক এবং মিউজিয়ামে রবীন্দ্র গ্যালারির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এখানে ফুড সেন্টার করা, গাইড রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন নতুন ব্যবস্থাপনা পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় হবে।

নতুন ব্যবস্থাপনায় মিউজিয়াম আগের মতোই সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বামীর অসহনীয় নির্যাতন, সন্তানকে কোলে নিয়ে পুকুরে ঝাঁপ স্ত্রীর, হত ১১ মাসের শিশু

সামাগুড়ি (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : স্বামীর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নিজের গর্ভজাত শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন স্ত্রী। কিন্তু খোদ স্বামী তাঁর পত্নীকে জীবিত উদ্ধার করেন। কিন্তু জলে হারিয়ে যায় শিশুপুত্রটি। পরবর্তীতে গ্রামের মানুষ এসে শিশুটির মৃত্যুদেহ উদ্ধার করেন পুকুর থেকে। ঘটনা সোমবার রাতে নগাঁও জেলার সামাগুড়ি থানার অন্তর্গত কুরুয়াবাহী কছারি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

সামাগুড়ি থানার ওসি জানান, প্রতিদিনের মত গতকাল রাতেও কছারি গ্রামের জনৈক কনক দৈমারি তার পত্নী অপরাজিতা দৈমারির ওর চালিয়েছিল অমানুষিক নির্যাতন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পত্নী অপরাজিতা তাঁর ১১ মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে তাদের ঘরের পিছনে একটি পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দেন। তবে পত্নীকে গভীর পুকুর থেকে নিজেই উদ্ধার করেন স্বামী কনক। জলে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে শিশু সন্তানকে না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন কনক। চিৎকার শুনে গ্রামের মানুষ ছুটে আসেন। তাঁরা কনক দৈমারির মুখে ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে ঝাঁপিয়ে তালাশি চালান। বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের শিশু সন্তানকে জল থেকে উদ্ধার করেন তাঁরা, তবে জীবিত নয় মৃত।

ইতিমধ্যে খবর যায় সামাগুড়ি থানায়। থানা থেকে পুলিশের লোকজন আসেন। ঘটনার বিবরণ শুনে তাঁরা স্বামী কনক দৈমারি ও তার পত্নী অপরাজিতা দৈমারিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। ধৃত কনক দৈমারি এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। এদিকে নিহত শিশুটির মৃতদেহ নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।